NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ বকেয়া ৫১১ কোটি টাকা! পুরনো ক্লাবের বিরুদ্ধে আদালতে এমবাপে?

ড্র দিয়ে আইএসএল যাত্রা শুরু বাগানের ৭

কলকাতা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৮ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৯৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.09.2024, Vol.18, Issue No. 96, 8 Pages, Price 3.00

হস্তক্ষেপ চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি জুনিয়র চিকিৎসকদের

সহযোগিতা চাইলেন রাষ্ট্রপতিরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় প্রতিবাদে শামিল ডাক্তার থেকে আমজনতা। মর্মান্তিক ঘটনায় এবার প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন প্রতিবাদী চিকিৎসকরা। এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছেন তাঁরা। চিঠিতে তাঁদের দাবি, এহেন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ তাঁদের কাছে একমাত্র আশার আলো হতে পারে। একই চিঠি পাঠানো হয়েছে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডাকেও।

কর্মক্ষেত্রে কতরকমের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়, চিঠিতে সেই কথা তুলে ধরেছেন প্রতিবাদী চিকিৎসকরা। দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি এই পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে প্রতিবাদী চিকিৎসকরা আশার আলো দেখতে পাবেন। তাঁদের কথায়, ঘৃণ্য অপরাধ হওয়ার পরে সেটা ধামাচাপা দেওয়ারও চেষ্টা হয়েছে। এই অপরাধের সুবিচার হলে তবেই পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসকরা পরিষেবা দিতে পারবেন।

আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল বাংলা। ঘটনার ন্যায়বিচারের দাবিতে পথে নেমেছে সবমহল। এদিকে সুবিচারের পাশাপাশি একাধিক দাবিতে সরব হয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তার মধ্যে রয়েছে কমিশনার বিনীত গোয়েল ও স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম-সহ ৩ স্বাস্থ্য অধিকর্তার পদত্যাগ। এই দাবিতেই মঙ্গলবার দুপুর থেকে স্বাস্থ্যভবনের সামনে রাস্তায় জুনিয়র চিকিৎসকরা। সরকারের তরফে দুবার মেল করে তাঁদের বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়। পালটা মেলে তাঁরা নিজেদের দাবি জানান। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিকভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। আন্দোলনরত চিকিৎসকের সঙ্গে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নবান্নে পৌঁছেও নানা শর্ত চাপিয়ে বৈঠকে বসতে রাজি হননি জুনিয়র চিকিৎসরা।

নবান্নর সামনে থেকে ফের অবস্থানমঞ্চে ফিরে আসেন তাঁরা। চলছে ধর্না। নিজেদের দাবিতে অনড় জুনিয়র ডাক্তাররা। সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতিতে এবার রাষ্ট্রপতির সহযোগিতা চাইছেন তাঁরা। শুক্রবার সকালেই চিকিৎসক ফোরামের তরফে মেল পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যপালকেও মেল করা হয়েছে বলে খবর। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও কোনও উত্তর মেলেনি।

নিশানায় এবার বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার স্বাস্থ্য ভবনের সামনে আন্দোলনস্থলে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। তাঁরা এ-ও জানালেন, তাঁদের আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাইলে আগের মতোই প্রতিক্রিয়া জানাবেন। বৃহস্পতিবার নবান্নের বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় তাঁরা হতাশ হয়েছেন বলেও জানালেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। পাশাপাশি, তাঁরা এ-ও জানালেন যে, 'চেয়ার'কে সম্মান করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ তাঁরা চাননি। সেই সঙ্গেই আরও এক বার মনে করিয়ে দিলেন তাঁদের পাঁচ দফা দাবি।

বিনা চিকিৎসায় মৃত ২৯ জনের পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির ফলে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত বিনা চিকিৎসায় ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এমনটাই দাবি করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, ওই ২৯ জনের পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

শুক্রবার মমতা বলেছেন, 'জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। তার ফলে ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকার দু'লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করছে। ২৯ জন মৃতের পরিবারকে ওই টাকা দেওয়া হবে।'

উল্লেখ্য, ৯ অগস্ট আরজি করের জুনিয়র ডাক্তারের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পর থেকেই একাধিক দাবি থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। রাজ্য সরকারের দাবি, হাসপাতালে গিয়েও চিকিৎসা না পেয়ে ইতিমধ্যেই প্রাণ গিয়েছে ২৯ জনের। প্রত্যেকের পরিবারই ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পাবে। রাজ্য সরকারের দাবি, এক মাস তিন দিন ধরে চলা জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির জেরে এপর্যন্ত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাত লাখের রোগী বহির্বিভাগে পরিষেবা পাননি। হাসপাতালে প্রায় ৭০ হাজার রোগীকে ভর্তি নেওয়া যায়নি। সাত হাজারের বেশি পূর্ব পরিকল্পিত অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়নি।

আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের খুন এবং ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে গত এক মাসের বেশি সময় ধরে আন্দোলন করছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। তাঁরা রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতি পালন করছেন। বর্তমানে তাঁরা সল্টলেকে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে ধর্নায় বসেছেন। শুক্রবার ডাক্তারদের সেই ধর্নার চতুর্থ দিন পার করল। রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারেরা ওই কর্মসূচিতে শামিল হয়েছেন।

রাজ্যের অভিযোগ, ডাক্তারদের কর্মবিরতির ফলে বহু মানুষ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাচ্ছেন না। অনেকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের হিসাবে মৃতের সংখ্যা ২৯। কিন্তু এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন আন্দোলনরত ডাক্তারেরা। তাঁদের দাবি, কোনও হাসপাতালেই চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হয়নি। সিনিয়র চিকিৎসকেরা পরিষেবা দিচ্ছেন। তাঁরা বাড়তি পরিশ্রম করছেন। কোথাও বিনা চিকিৎসায় রোগীকে ফিরে যেতে হচ্ছে না। রাজ্যের দাবির প্রেক্ষিতে জুনিয়র ডাক্তারদের পাল্টা যুক্তি, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশায় এমনিতেই বহু মানুষ প্রতি দিন উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবার অভাবে মারা যান। সেই ব্যর্থতা ঢাকতেই রাজ্য সরকার ডাক্তারদের কর্মবিরতিকে কাঠগড়ায় তুলছে।

ডাক্তারদের কর্মবিরতির ফলে তৈরি হওয়া অচলাবস্থা কাটাতে বৃহস্পতিবার তাঁদের প্রতিনিধিদের নবান্নে ডাকা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। মমতা দু'ঘণ্টারও বেশি সময় নবান্নের সভাঘরে অপেক্ষা করেছেন। কিন্তু বৈঠক ভেস্তে যায়। রাজ্য জানিয়েছিল, ডাক্তারদের ১৫ জন প্রতিনিধি নবান্নের বৈঠকে থাকতে পারবেন। জুনিয়র ডাক্তারেরা ৩২ জন গিয়েছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল, বৈঠকের সরাসরি সম্প্রচার করতে হবে। সেই দাবি মানতে রাজি হয়নি নবান্ন। এই বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন থাকায় সরাসরি সম্প্রচার সম্ভব নয়। তবে তিনি আশা করেছিলেন, বৈঠক হবে। ডাক্তারদের ক্ষমা করে দিচ্ছেন বলেও জানান মমতা। তিন দিনেও সমস্যার সমাধান করতে না পারায় বাংলার মানুষের কাছেও ক্ষমা চেয়ে নেন।

নার্সকে গণধর্ষণের চেষ্টা চিকিৎসকদের

পাটনা, ১৩ সেপ্টেম্বর: বেসরকারি হাসপাতালে সিসিটিভি বন্ধ করে এক নার্সকে গণধর্ষণের চেষ্টা। নিজেকে বাঁচাতে ব্লেড দিয়ে এক অভিযুক্ত চিকিৎসকের গোপনাঙ্গ কেটে দিলেন নির্যাতিতা। তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের সমস্তিপুরের মুসরিঘরারারি থানা এলাকায়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে নিজের কাজ করার সময় ওই নার্সের ধর্ষণের চেষ্টা করে হাসপাতালের এক ডাক্তার ও তাঁর দুই সহকারী। তাঁরা তিনজনই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে অভিযোগ। শরীরে হাত দেওয়ার পরই নিজেকে রক্ষার স্বার্থে ব্লেড দিয়ে এক ডাক্তারের গোপনাঙ্গে আঘাত করেন মহিলা। তার পরই ঘটনাস্থল থেকে কোনও মতে পালিয়ে যান ওই নার্স। একটি জায়গা থেকে লুকিয়ে পুলিশে ফোন করেন তিনি। খবর পাওয়ার পর নির্যাতিতাকে উদ্ধার করে পুলিশ। থানায় অভিযোগ জানানোর পর তিনজনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

করম পুজো, পূর্ণ দিবস ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: করম পুজো উপলক্ষে পূর্ণ দিবস ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। নবান্নে অর্থ দপ্তর থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে শনিবার সব সরকারি, আধা সরকারি অফিস এবং সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের সবেতন ছুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। গত বছর নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'সবেবরাত ও করম পুজোয় ছুটি দেওয়ার দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। সেই দাবি মেনে নেওয়া হল।'

এই বছর রাজ্য অর্থ দপ্তরের প্রকাশিত ছুটির তালিকায় করম পুজোর উল্লেখ ছিল না। এ বার সরকারি কর্মীদের জন্য চলতি বছরও সেই ছুটি ঘোষণা করা হল। উল্লেখ্য, বাঁকুড়া,পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম,পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো জেলাগুলিতে করম পুজো ধুমধাম করে পালিত হয়। বিভিন্ন জনজাতির মানুষজন এই পুজোয় অংশ নেন। করম গাছের ডালে ভগবানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় বিশেষ দিনে।

রেশন দুর্নীতিতে নতুন করে অভিযানে ইডি

কলকাতা, কল্যাণী-সহ ৭ জায়গায় তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন রেশন দুর্নীতি মামলায় ফের তৎপর ইডি। শুক্রবার সকালে নতুন করে রাজ্যজুড়ে অভিযান চলে ইডির। কলকাতা, কল্যাণী, জয়নগর, মেদিনীপুর-সহ ৭ জায়গায় ইডি তল্লাশি অভিযান চলে সকাল থেকেই। কলকাতায় এক চাল ব্যবসায়ীর বাড়িতে শুক্রবার তল্লাশি চালায় ইডি। ভবানীপুর থানা এলাকার চক্রবেড়িয়া সাউথ এলাকার বাসিন্দা লোহা সাউ নামে এক রেশন ডিলারের বাড়িতে এই অভিযান চালায়।

রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার যেন ফের তেড়েফুঁড়ে ময়দানে নামল ইডি। কল্যাণী-এ ব্লকে এক ফুড ইন্সপেক্টরের বাড়িতে হানা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। সূত্রের খবর, বাকিবুর রহমানের সঙ্গে যোগ রয়েছে তাঁর। খাদ্য দুর্নীতিতে তাঁর কতটা যোগসাজশ ছিল, সেটাই খতিয়ে দেখছেন ইডি আধিকারিকরা।

এর পাশাপাশি জয়নগরের বহড়ুবাজারে একটি চালের গোডাউনে হানা দেয় ইডি। কেন্দ্রীয়বাহিনী সেই গোডাউন ঘিরে রাখে। গোডাউনের ভিতরে তল্লাশি চালায় তদন্তকারী সংস্থা। দেগঙ্গাতেও একটি সমবায় সমিতিতে হানা দেয় ইডি। রেশন দুর্নীতি মামলায় বাকিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁকে জেরা করেই জালে উঠে আসে রাজ্যের তৎকালীন প্রভাবশালী মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম। গ্রেপ্তার হন মন্ত্রীও। আপাতত জামিন পেয়েছেন বাকিবুর। তবে রেশন দুর্নীতি মামলায় তদন্ত চলছেই।

ইডির পর সিবিআইয়ের মামলাতেও জামিন পেলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: আবগারি দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট। ইডির মামলায় আগেই তিনি অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছিলেন। এ বার সিবিআইয়ের মামলাতেও জামিন মিলল। ২০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁকে জামিন দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

বিকেলে জেল থেকে বেরিয়ে কেজরি বলেন, 'প্রথমেই আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর আশীর্বাদে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তার পর আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষকে, যাঁরা এমন প্রচণ্ড বৃষ্টি উপেক্ষা করে এখানে এসেছেন।'

জেল থেকে বেরিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু এই দেশের জন্য উৎসর্গ করেছি। অনেক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু সর্বদা ঈশ্বরের কৃপা পেয়েছি। ওরা আমায় জেলে বন্দি রেখেছে ঠিকই। কিন্তু তাতে আমার মনোবল ভাঙেনি, আরও শক্তিশালী হয়েছে। জেলের গরাদ আমাকে দুর্বল করতে পারেনি।' কেজরির সংযোজন, 'আজ (শুক্রবার) আপনাদের বলতে চাই যে, জেল থেকে বেরিয়ে এসে আমার মনোবল ১০০ গুণ বেড়ে গিয়েছি। আমার শক্তি ১০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।'

আবগারি মামলায় সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছিলেন কেজরি। জামিন চেয়ে প্রথমে তিনি দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। পরে সুপ্রিম কোর্টে মামলা যায়। গত ৫ সেপ্টেম্বর সেই সংক্রান্ত শুনানি শেষ হয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চে। তার পর রায় স্থগিত রাখা হয়েছিল। শুক্রবার সেই রায় ঘোষণা হল।

নিম্ন আদালতে না গিয়ে প্রথমেই কেন দিল্লি হাইকোর্টে গিয়েছেন কেজরি, সুপ্রিম কোর্টে শুনানির সময় সেই প্রশ্ন তোলেন সলিসিটর জেনারেল। ওই যুক্তিতেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর জামিনের বিরোধিতা করা হয়েছিল সিবিআইয়ের তরফে। তবে কেজরির জামিন আটকাল না।

গত ২১ মার্চ আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরিকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। পরে সিবিআইও তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারির আগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেননি কেজরি। ফলে তিনিই হয়েছেন দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, যিনি পদে থাকাকালীন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

সিবিআইকে 'খাঁচাবন্দি তোতাপাখি' কটাক্ষ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: ২০১৩ সাল। কয়লা কেলেঙ্কারি মামলায় প্রথমবার সিবিআইকে 'খাঁচাবন্দি তোতাপাখি' বলে কটাক্ষ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। ১১ বছর কেটে গিয়েছে। কেন্দ্রে সরকারের পালাবদল হয়েছে। কিন্তু নিজেদের ওই 'তোতাপাখি' তকমাটা এখনও সরাতে পারেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পুরনো সেই তকমা আবারও মনে করাল শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে দেশের সেরা তদন্তকারী সংস্থার এই তকমা ঘোচানোর জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট বলল, 'সিবিআই স্বচ্ছ তদন্ত করছে না। আমজনতার মনে ধারণা তৈরি হয়েছে সিবিআই খাঁচাবন্দি তোতা। সেই ধারণা বদলে মুক্ত হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা উচিত সিবিআইয়ের। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, 'সিবিআই দেশের সেরা তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআইকে শুধু নিরপেক্ষ হতে হবে তাই নয়, সেটা বোঝাতেও হবে। কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি যে অনৈতিকভাবে হয়নি, সেটা বোঝানোর সব চেষ্টা করা উচিত। আইনের শাসনে ধারণা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।'

টাইটলারের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: ১৯৮৪ সালে রাজধানী দিল্লিতে শিখ-বিরোধী হিংসায় কংগ্রেস নেতা জগদীশ টাইটলারের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করল আদালত। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি হত্যার পরবর্তী ওই দাঙ্গায় টাইটলার খুন-সহ একাধিক অপরাধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বলে চার্জশিটে জানিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। তারই ভিত্তিতে এই চার্জ গঠন।

নার্কো পরীক্ষায় নারাজ ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার

সিবিআইয়ের আর্জি খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পলিগ্রাফ পরীক্ষায় রাজি হলেও নার্কো পরীক্ষার জন্য রাজি হলেন না আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁর নার্কো পরীক্ষা করতে চেয়ে সিবিআই শিয়ালদহ আদালতে আবেদন জানিয়েছিল। শুক্রবার তাঁকে আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। কিন্তু আদালতে বিচারকের সামনে নার্কো পরীক্ষার জন্য সম্মতি দেননি অভিযুক্ত। ফলে সিবিআইয়ের আবেদনও খারিজ হয়ে গিয়েছে। এর আগে সিবিআই অভিযুক্তের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন অভিযুক্ত। তাঁর আইনজীবী জানিয়েছিলেন, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পলিগ্রাফ পরীক্ষায় তিনি রাজি হয়েছেন। নির্দিষ্ট দিনে ওই পরীক্ষা হয়। সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা ১০টি প্রশ্ন করেছিলেন অভিযুক্তকে। কিন্তু নার্কো পরীক্ষায় আর রাজি হলেন না তিনি। প্রসঙ্গত, নার্কো বা পলিগ্রাফ পরীক্ষার ফলের কোনওটাই আদালতে প্রামাণ্য নথি হিসাবে গ্রাহ্য হয় না।

সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত পলিগ্রাফ পরীক্ষায় যে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সেই কারণে এ বার তাঁরা নার্কো পরীক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে পলিগ্রাফ কিংবা নার্কো, উভয় ক্ষেত্রেই অভিযুক্তের সম্মতির প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে তা না মেলায় কেন্দ্রীয় সংস্থার আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

সফল উৎক্ষেপণ: শত্রুশিবিরের ঘুম কেড়ে নিতে আরও শক্তিশালী ভারতীয় নৌসেনা। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) ও নৌসেনার তরফে ওড়িশার চাঁদিপুর থেকে সফল উৎক্ষেপণ করা হল স্বল্প পাল্লার মাটি থেকে আকাশ ভার্টিক্যাল ক্ষেপণাস্ত্রের। জানা গিয়েছে, খুব নিচু থেকে হামলা চালাতে সক্ষম এই ক্ষেপণাস্ত্র যে কোনও লক্ষ্যবস্তুকে নিমেষে ধ্বংস করে দিতে পারে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে Prasanta Durlav S/o. Dilip Durlav ও Prasanta Durlabh S/o. D. Durlabh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২০৭৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Abani Mohan Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bhupesh Chakraborty ও B. R. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৪৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Chandra Nath Kar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dhananjay Kar ও D. Kar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৮১ নং এফিডেভিট বলে Sk Riajul Rahaman S/o. Sk Ajijul Rahaman ও Shaikh Riajul Rahaman S/o. Shaikh Azizul Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৮৩৬ নং এফিডেভিট বলে Gautam Sarkar S/o. Gauranga Sarkar ও Goutam Sarkar S/o. G. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Rabin Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tarak Chandra Pal ও T. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী গোপাল মিত্র, পিতা জগৎপতি মিত্র ইং ১১/০৮/২০১৫ তারিখে ৫৫৫৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার ৬৭৬৫ দাগে ৮৫৯৪ নং খতিয়ানে ১.১০ জমি বিক্রয় করিয়াছি এবং B.L & L.R.O অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য দরখাস্ত করিব। উক্ত পাওয়ার বা দাগে কারোর কোনরূপ আপত্তি থাকিলে B.L & L.R.O কৃষ্ণনগর অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল (১) মহঃ ইয়ার আলী মল্লিক, (২) মহঃ মানোয়ার মল্লিক ওরফে শানু আলি মল্লিক সর্ব পিতা- সৈয়দ আলী মল্লিক এবং (৩) মহঃ রাজু মল্লিক পিতা মহঃ পিয়ার আলী মল্লিক সর্ব সাং গোপালপুর মুসলমান (মুসলিম) পাড়া লেন, পোঃ+থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৪০৪ বিগত ১৬/০৭/২০১৯ তারিখে শান্তিপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে IV-100/19 নং আমমোক্তার নিযুক্ত করেন জিয়ার আলী মল্লিক পিতা সৈয়দ মল্লিক সাং- গোপালপুর মুসলমান (মুসলিম) পাড়া লেন, পোঃ+থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ কে। জমির বিবরণঃ মৌজা ২৫ নং বাইগাছি, এল. আর.দাগ- ২০৫, আর.এস.দাগ- ৩৯২, ৩৯৩। খতিয়ান- আর.এস- ৭৩০, এল.আর. খতিয়ান- ১৫৩৭, ২৪৯২। জমির পরিমাণ- ২২৫ শতক। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করবেন নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা হইবে।

বিশ্বনাথ ঘোষ, উকিল
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী নীহারঞ্জন দাস, পিতা- নাঁরায়ণ চন্দ্র দাস, সাং - ফুলিয়াপাড়া পো: ফুলিয়া বয়ড়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০২ বিগত ইং- ২০/১১/২০১৫ তারিখে শান্তিপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৮০ নং আমমোক্তার নিযুক্ত করেন শ্রী অঞ্জন সরকার পিতা অখিল সরকার, সাং- ফুলিয়াপাড়া পো: ফুলিয়া বয়ড়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০২। জমির বিবরণ- মৌজা ৫৮ শুকপুকুরিয়া, আর. এস. খতিয়ান ৩১৩, এল. আর. খতিয়ান ২৫১৩, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৮৬, জমির পরিমাণ ১.৫ কাঠা। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট দফতরে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করবেন নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা হইবে।

মোনালিসা ব্যানার্জি (অ্যাডভোকেট), পূর্ব বর্ধমান।

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Dhoradaha, Nadia. NIET NO.176/15th FC Tied/DGP-I/2024, visit **www.wbtenders.gov.in** & **SEALED TENDER NIT NO. 177/15th FC Tied/DGP-I/2024.** Last date of submission accordingly **20.09.24 up to 12p.m. & 4p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Dhoradaha- I Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম হাওড়া, দ্বিতীয় সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন), হাওড়া
মিস কেস নং ৭৪/২০২৩
দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং ০৫/২০০৫
কল্যানী শীল ...দরখাস্তকারিনী
-বনাম-
দিলীপ চন্দ্র দীগর ...প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারিনীর দ্বারা দাখিলীকৃত মোকর্দ্দমার মাননীয় আদালতের আদেশক্রমে ৪, ৬, ১০, ১২, ১৩ ও ১৪ নং প্রতিপক্ষগনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র মাধ্যমে সমন জারি করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

একারন উক্ত প্রতিপক্ষগন অর্থাৎ ৪) শ্রী মদন চন্দ্র, সাং ৭০, মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য রোড, পোঃ-সাঁতরাগাছি, থানা- শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০৪, ৬) শ্রীমতি ভারতী দে, সাং হুগলী ঘাট, হুগলী, ১০) বুলা চন্দ্র, সাং- ৬০/২, বারুইপাড়া লেন, হাওড়া-৭১১১০৪, ১২) সোমা সাহা, সাং- বেনীমাধব মুখার্জী লেন, হাওড়া-৭১১১০৪, ১৩) বন্দনা লাহা, সাং ৩৩৩, এন.এস রোড, হাওড়া-৭১১১০৪ এবং ১৪) শ্যামলী ভর, সাং লালবাগান, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, অদ্য বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানীর দ্বারা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

আদেশানুসারে
Kabita Sarkar (Saha)
সেরেস্তাদার
হাওড়া দ্বিতীয় সিভিল জজ
জুনিয়র ডিভিশন, ১২/০৯/২৪

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

পঃবঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। আমরা শ্রী ব্রজলাল চক্রবর্তী ও শ্রী নিত্যলাল চক্রবর্তী উভয়ের পিতা "শান্তি কুমার চক্রবর্তী, পো:-গোবরাপোতা, থানা-সাবেক কোতয়ালী হাল ভীমপুর, জেলা-নদীয়া, পিন ৭৪১১০৩ গত ১৮/০৭/২০২২ তারিখে আমমোক্তার প্রয়োজন হেতু আমাদের বিশ্বস্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষী ১) সেলিম সেখ, পিতা বেচু সেখ, গোরস্থান লেন, পো:- কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০১ ২)শ্রী দেবব্রত মজুমদার, পিতা পাঁচকড়ি মজুমদার, অনন্ত হরি মিত্র রোড পো:- কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০১ মহাশয়গনকে SL-9595/2022, I-9628/2022 আমমোক্তার প্রাপ্ত দলিল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করি। উক্ত আমমোক্তারদ্বয় গত ০৪/০৯/২০২৪ তারিখে SL-9097/24, I-9034/2024 দলিল বলে ০৬.২৩ শতক জমি বিক্রয় করে। কোবালা গ্রহীতা শ্রী প্রসেনজিৎ দত্ত, পিতা শ্রী বিশ্বনাথ দত্ত, সাং খাঁপুর, আরশিহরি, পোঃ-গোবরাপোতা, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০৩ মহাশয়কে।

তপশীল পরিচয়

জেলা-নদীয়া, থানা-সাবেক কোতয়ালী হাল ভীমপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস কৃষ্ণনগর পরগনা উমড়া, নদীয়া কালেক্টরীর হাল ৭ নং তৌজির মহাল ১০৬ নং গোবরাপোতা মৌজার বর্তমান মালেক পঃবঃ সরকার পক্ষে নদীয়ার জেলা কালেক্টর বাহাদুর সাহেবের সেরেস্তার অধীনে লিখিত সি এস ৭০ নং আর এস ৫২৭ নং, এল আর ৪২৪, ১১১৫ (ব্রজলাল চক্রবর্তী) ২৯৭ (নিত্যলাল চক্রবর্তী) নং খতিয়ানভুক্ত রায়ত স্বত্বের জমাজমির মধ্যে আর এস ও এল আর ২১১ নং দাগে ২০১ শতক মধ্যে আমমোক্তারকৃত ০৯.৬১ শতক। প্রকাশ থাকে যে এল আর ৪২৪, ১১১৫ নং খতিয়ান হইতে ০৪.৮০৫ শতক এবং এল আর ২৯৭ নং খতিয়ান হইতে ০৪.৮০৫ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত। মৌজা ১০৬ নং গোবরাপোতা, আউশ, ০৯.৬১ শতক।
উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

পঃবঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের মেমো নং ১০০০-১৫/২২/২০২৪-এর গত ইং ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি ১)পুলক দাস, পিতা মৃত গোপাল চন্দ্র দাস সাং নতুন সড়ক, কাঁসারীপাড়া, পো:-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন নং ৭৪১১০১ এবং ২)সত্যব্রত চৌধুরী, পিতা মৃত দেবব্রত চৌধুরী সাং-নাজিরাপাড়া, গোরস্থান লেন, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন ৭৪১১০১ ও ৩) অরিন্দম বোস, পিতা মৃত অনিল কুমার বোস, সাং ১০/এ সরকার লেন, বৌবাজার, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০১ একত্রে জেলা-নদীয়া, থানা-কোতয়ালী অধীনে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর.এস ২৩৮১ নং এল.আর ৪২১৭২ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ১৭৩৯১ নং এল.আর ২১৭৫৭ নং দাগে ০.৫৭৪ একর বা ৫৭.৪০ শতক (যাহা পঞ্চায়েত এলাকাভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী ০৭.০৬.২০১৬ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১০৩/২০১৬ নং রেজিষ্ট্রীকৃত একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক রিয়াজ হাসেম সেখ, পিতা মৃত হাসেম রহমালী সেখ, সাং-গোয়ালদহ মুসলমানপাড়া, পোঃ-গোয়ালদহ, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন ৭৪১১০৩-এর দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া আমি পুলক দাস এবং সত্যব্রত চৌধুরী ও অরিন্দম বোস গত ইং ১৫.১২.২০১৬ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৩২৫/১৬ নং একখানি কোবালা দলিল বলে শ্রীমতি নিবেদিতা ঘোষ, স্বামী শ্রী নীলরতন ঘোষ সাং ও পোঃ-বাজারসাউ, থানা-রেজিনগর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৬৩ মহাশয়া-কে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার এল.আর ৪২১৭২ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর ২১৭৫৭ নং দাগে ০.০৬৬ একর বা ০৬.৬০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি। এক্ষনে শ্রীমতি নিবেদিতা ঘোষ মহাশয়া স্থানীয় কৃষ্ণনগর-১ বি.এল এন্ড এল.আর. ও অফিসে নাম পত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমার বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

প্রসেনজিৎ দাস, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জজ কোর্ট, নদীয়া

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম রানাঘাটের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
মিস কেস নং : ১৩/২০২৩
(সাকসেশন সার্টিফিকেট)

দরখাস্তকারী : **শ্রী তাপস সরকার**, পিতা মৃত হেমেন্দ্র চন্দ্র সরকার, সাং- রথতলা, দাসপাড়া, পোঃ ও থানা- রানাঘাট, জেলা-নদীয়া, পঃ বঃ, পিন-৭৪১২০১
সাইটীঃ ১) **শ্রীমতি ভক্তি মজুমদার**, স্বামী- শ্রী সুদীপ্ত মজুমদার, সাং- চুনুরীপাড়া, পোঃ ও থানা- রানাঘাট, জেলা-নদীয়া, পঃ বঃ, পিন-৭৪১২০১ (২) **শ্রীমতি মুক্তি সামন্ত**, স্বামী- শ্রী তাপস সামন্ত, সাং- স্থিরপাড়া রোড, ২৮ নং রেলগেট, পোঃ- কাঁকিনাড়া, থানা-ভাটপাড়া, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগণা, পঃ বঃ, পিন- ৭৪৩১২৬
এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে জানানো যাইতেছে যে, জেলা- নদীয়া, থানা- রানাঘাটের অন্তর্গত রথতলা দাসপাড়া, রানাঘাট-১, পঃ বঃ, পিন - ৭৪১২০১ নিবাসী মৃত **হেমেন্দ্র চন্দ্র সরকার**, পিতা- মৃত রাজেন্দ্র সরকার এবং **মৃত দিপালী সরকার**, স্বামী- মৃত হেমেন্দ্র চন্দ্র সরকার, সর্ব্ব সাং- রথতলা, দাসপাড়া, পোঃ ও থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পঃ বঃ- এর একমাত্র ওয়ারিশ হিসেবে উপরোক্ত দরখাস্তকারী উক্ত মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের পরিত্যক্ত নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকা বাবদ সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য উপরোক্ত মিস কেস রুজু করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে বেলা ১১.৩০ মিনিটের সময় উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, অন্যথায় এই মোকর্দ্দমা এক তরফা সূত্রে মঞ্জুর হইবে।

SCHEDULE

SL. No.	Name of Debtor:	Particulars of debt:	Amount
1	Punjab National Bank Ranaghat Branch, Subhas Avenue, Ranaghat Dist. Nadia, Pin-741201,	Saving Bank Account No. 0218010220001 INR in the name of **Mr. Hemandra Chandra Sarkar** and **Mrs. Dipali Sarkar**	Rs.1,68,548.69P + Interest.

Total: Rs.168,548.69P + Interest

(Rupees One Lack Sixty eight thousand five hundred forty eight and paise sixty nine only + Interest)

By Order of the Court,
Gopal Das (Sharistadar)
District Delegate Court, Ranaghat, Nadia

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ই সেপ্টেম্বর। ২৮ শে ভাদ্র। শনিবার। একাদশী তিথী। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন। ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(অসম কর্ম পুজো। পার্শ্বৈকাদশী তিথি মুহূর্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিশ্ব লিম্ফোমা দিবসে ক্যান্সার জয়ের কাহিনী শোনালেন ক্যান্সার জয়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লিম্ফোমা রক্তের ক্যান্সারের একটি ভিন্নধর্মী গ্রুপ যা লিম্ফোসাইটকে প্রভাবিত করে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। অথচ এই রোগের ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে যার মাধ্যমে রোগী সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। লিম্ফোমা ক্যান্সার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে প্রতি বছর ১৫ সেপ্টেম্বর পালিত হয় 'বিশ্ব লিম্ফোমা দিবস'।

তার আগে শুক্রবার কলকাতার টাটা মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসায় সেরে ওঠা লিম্ফোমা রোগীরা শোনালেন তাঁদের ক্যান্সার জয়ের কাহিনী। বর্তমানে যারা লিম্ফোমা সহ অন্যান্য ক্যান্সারে আক্রান্ত তাঁদের বাঁচার মন্ত্র দিলেন ক্যান্সার জয়ী মানুষরা। কলকাতার উপকণ্ঠে নিউ টাউনে টাটা মেডিক্যাল সেন্টারে শুক্রবার বিশ্ব লিম্ফোমা দিবস পালন করা হয়। সেখানেই এক অনুষ্ঠানে চিকিৎসকদের সামনেই তাঁদের দুরারোগ্য সেরে ওঠার কাহিনী তুলে ধরেন ক্যান্সারজয়ীরা। চিকিৎসকরা জানান, 'ক্যান্সার জটিল রোগ হলেও বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসায় অ্যাডভান্স লিম্ফোমা থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব।' টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের ক্লিনিক্যাল হেমাটোলজির ডক্টর সৌরিয় ঘোষ বলেন, 'ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের রোগ সম্পর্কে সচেতন করতে এই দিনটি পালন করা হয় যাতে নির্ভয়ে চিকিৎসার মাধ্যমে তারা দ্রুত সেরে উঠতে পারে।' আর এক চিকিৎসক ডক্টর রিনা নায়ার বলেন, 'ক্যান্সারের চিকিৎসা পদ্ধতি আগের থেকে অনেক বদলে গেছে। এখন অনেক বেশি মানুষ এই রোগ থেকে দ্রুত মুক্তি পেতে পারে।' এদিনের আলোচনায় চিকিৎসক থেকে ক্যান্সার সারভাইবাররা আরজি করের ঘটনায় এক মিনিটের নিরবতা পালন করেন। সকলেই 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' ব্যাজ বুকে লাগিয়ে আলোচনায় অংশ নেন। ক্যান্সার সারভাইবাররা তুলে ধরেন তাদের ক্যান্সার জয়ের কাহিনী। কেমন ছিল সেই লড়াই? দমদমের বাসিন্দা সৌগত হালদার ২০২৩ সালে দক্ষিণ পূর্ব রেলের চাকরি থেকে অবসর নেন। চাকরি করতে করতেই ২০১৬ সালে ক্যান্সার ধরা পড়ে। তিনি বলেন, 'প্রথমে তো হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ভেঙে পড়েছিলাম। পরে টাটা মেডিক্যালে এক বছর চিকিৎসা করানোর পর এখন পুরপুরি সুস্থ। তিনি আরও বলেন, 'এখন মেডিক্যাল সাইন্স খুবই উন্নত। তাই 'ক্যান্সার ইস নো এন্সার' আজ আর নয়। ক্যান্সার ধরা পড়লে ভয় না পেয়ে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যান। মনের জোর রাখুন। মনের জোরই এই রোগকে হারাতে পারে।' কোন্নগরের বাসিন্দা শম্পা পাল বলেন, '১২ বছর আগে ক্যান্সার ধরা পড়ে। এখন সম্পূর্ণভাবে সুস্থ।' তিনি মনে করেন ক্যান্সার ধরা পড়লে অযথা চিন্তা না করে চিকিৎসা শুরু করুন দ্রুত। আর একদম ফুর্তিতে থাকুন। বিন্দাস থাকুন। দেখবেন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।' বিরাটির বাসিন্দা মনিষা ব্যানার্জী বলেন, 'প্রথমে আমার হার্নিয়া হয়েছিল। পরে এখানে ডাক্তার দেখাই। তখন ক্যান্সার ধরা পড়ে। একটা কেমো নিয়েই সুস্থ হয়ে যাই। এখন এই ৭০ বছর বয়সেও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। এখন বাজার দোকান সবই করছি।'

উত্তরবঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি হচ্ছে ১৫টি নতুন প্রজাতির ধান

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি হচ্ছে প্রায় ১৫টি নতুন প্রজাতির ধান। এই নয়া প্রজাতির ধান চাষে সাফল্য এলে তা উত্তরবঙ্গের জলবায়ুর নিরিখে ধান চাষে গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করবে বলে কৃষি বিজ্ঞানীদের আশা। পাশাপাশি দেশের কৃষি অর্থনীতিতে নতুন দিশা তৈরি করবে।

জলপাইগুড়ি জেলার লাটাগুড়ি-গরুমারা পর্যটনকেন্দ্রের কাছে ক্রান্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা হচ্ছে এই ধানগুলি। হাইব্রিড এই ধানগুলিকে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙা পঞ্চায়েত এলাকার দক্ষিণ চ্যাংমারিতে ওই চাষ শুরু হয়েছে। ধূপগুড়ি ব্লকেও এই ধানগুলির চারা অল্প পরিমাণে রোপণ করা হয়েছে।কৃষি দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, এই নতুন ধানগুলি চাষ পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হলেও এখনও নামকরণ হয়নি। আপাতত অল্প কিছু জমিতে চাষ করা হলেও ধাপে ধাপে পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে। চুঁচুড়া ধান গবেষণাকেন্দ্রের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণাকেন্দ্রেও এই প্রকল্পটিতে যৌথভাবে পেশ করা হয়েছে। হাইব্রিড প্রজাতির যে ধানের চাষ ক্রান্তিতে হচ্ছে সেগুলি বুনেট পদ্ধতির। এর অর্থ বীজতলা তৈরি না করে সরাসরি ধানের বীজ জমিতে ছিটিয়ে ধান চাষ। ফলে সময় ও অর্থ দুইয়ের সাশ্রয় হচ্ছে। বর্তমানে এই পদ্ধতি গোটা বিশ্বেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যাতে সব মিলিয়ে সময় কম লাগবে।

বন্ধ কারখানাতে বিকট শব্দের বিস্ফোরণ, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: আচমকাই বন্ধ থাকা কারখানার ভিতর থেকে বিকট শব্দে বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল এলাকা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার মালিপাঁচঘড়া থানার অন্তর্গত ঘুসুরি এলাকাতে। সূত্রের খবর, ওই এলাকার একটি বন্ধ হয়ে থাকা লোহার কারখানা পরিষ্কার করতেই আচমকাই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ শুনতে পান এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনায় দু'জন জখম হন। এলাকার মানুষজন হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে কারখানায় গিয়ে দেখেন দুজন সাফাই কর্মী গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ। ঠিক কি থেকে এই বিস্ফোরণ তা নিয়ে এখনও ধন্দে রয়েছে পুলিশ। যদিও ঘটনার কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ আধিকারিকরা। বিস্ফোরণের ঘটনা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে তদন্তকারী আধিকারিকরা।

হাওড়া মিউজিক অ্যাসোসিয়েশন 'সুর থেকে সুরে সারাদিন জুড়ে' শীর্ষক সারাদিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি হাওড়া মিউজিক অ্যাসোসিয়েশন 'সুর থেকে সুরে সারাদিন জুড়ে' শীর্ষক সারাদিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপিত করলো হাওড়ার কথাকলি ব্যাঙ্কয়েট হলে। হাওড়ার বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গে কলকাতার শিল্পীরাও যোগ দিয়েছিলেন। সকাল ৯ টা থেকে রাত ৯ টা দীর্ঘ সময় শাস্ত্রীয় সংগীত, পঞ্চ কবির গান, আধুনিক, লোকগীতি, ঠুমরি, টপ্পা, ছড়ার গান,ভজন, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, গণসঙ্গীত, কাওয়ালি, জীবনমুখী, ব্যান্ডের গান,সিনেমার গান, বিজ্ঞাপনের গান, ওয়েব সিরিজের গান, নাটকের গান,মৌলিক গান এছাড়াও ছিল যন্ত্রসঙ্গীতের আসর, সরোদ, ড্রামস, সিনেমার আবহ ইত্যাদি। পরিবেশন করেছেন প্রায় ২০০ জন শিল্পী।

এই অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা মন্ডলীতে ছিলেন, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়,স্বপ্না ঘোষাল, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অগ্নিভ বন্দোপাধ্যায়, তপতী রায়-সহ বিশিষ্ট শিল্পীরা। অনুষ্ঠান শুরু হয় ডক্টর দুর্বা সিংহ রায়ের সরস্বতী বন্দনা দিয়ে। তারপর মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অচেনা সাধ্য ও অমিত কুমার লাহা এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক হিসাবে এগিয়ে নিয়ে যান। মন্ত্রী অরূপ রায়,মুখ্য প্রশাসক হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সুজয় চক্রবর্ত্তী, প্রাক্তন মেয়র পরিষদ শ্যামল মিত্র-সহ অনেকেই উপস্থিতি ছিলেন অনুষ্ঠানে।

হাওড়া বিভাগে লোকাল ট্রেন বাতিল পূর্ব রেলের, যাত্রী দুর্ভোগের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগে ফুট ব্রিজ তৈরির কাজের জন্য শনিবার ১৪ সেপ্টেম্বর ও ১৫ সেপ্টেম্বর রবিবার একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল।

শনিবার ১৪ তারিখ বাতিল হওয়া লোকাল ট্রেনের তালিকার মধ্যে ৩৭৩৯৪ আরামবাগ -তারকেশ্বর লোকাল বাতিল থাকবে। ৩৭৩৫১ হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল বাতিল থাকবে। বালিত ৩৭৩৯১ তারকেশ্বর -আরামবাগ লোকালও। ১৫ তারিখ রবিবার বাতিল হওয়া ট্রেনের তালিকায় রয়েছে, ৩৭৩১২ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল, ৩৭৪১২ তারকেশ্বর-শেওড়াফুলি লোকাল, ৩৭৩৮৬ আরামবাগ-তারকেশ্বর লোকাল, ৩৭৪১১ শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লোকাল, ৩৭৩৮৫ তারকেশ্বর-আরামবাগ লোকাল।

বিশ্বকর্মা পুজোয় মেট্রো সংখ্যা কম থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৭ই সেপ্টেম্বর 'বিশ্বকর্মা পূজা' উপলক্ষ্যে মেট্রো পরিষেবার সংখ্যা কমানো হল। মেট্রো কর্তৃপক্ষর তরফে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটিতে ব্লু লাইনে দৈনিক ২৮৮টি পরিষেবার পরিবর্তে ২৬২টি মেট্রো পরিষেবা চালানো হবে। সকালে প্রথম মেট্রো ছাড়ার সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন নেই। দমদম থেকে কবি সুভাষের প্রথম মেট্রো ছাড়বে ৬টা ৫০ মিনিটে। একই সময়ে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরের মেট্রো ছাড়া হবে। বিশেষ রাতের জন্য ব্লু লাইনে মেট্রো পরিষেবাগুলি যথারীতি রাত ১০টা ৪০মিনিটে কবি সুভাষ এবং দমদম স্টেশন থেকে পাওয়া যাবে।

অ্যাডভান্স ই-স্কুটার সিআরএক্স

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: ভারতের বাজারে ইলেকট্রিক দুই চাকার যানের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। ওয়ারিভো মোটর প্রাইভেট লিমিটেড এই চাহিদার কথা মাথার রেখেই বাজারে নিয়ে এল হাই স্পিড ইলেকট্রিক স্কুটার। যার নাম সিআরএক্স। ভারতের গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুসারেই প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য এই অ্যাডভান্স ই-স্কুটার সিআরএক্স-এর উদ্বোধন করা হল।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৯ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার

ভাইপো এক টেনিয়া চুরি করে সাংসদ হয়েছে, বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ভাইপোর এক টেনিয়া চুরি করে সাংসদ হয়েছে।' শুক্রবার নৈহাটিতে মিছিলে যোগ দিয়ে নাম না করেই ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিককে নিশানা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করলেন, 'এক গাড়ি ইভিএম মেশিন বদলানো হয়েছে। অর্জুন সিং এখান থেকে ৫০ হাজার ভোটে জিতেছে।' তিনি আরও বলেন, 'পুলিশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের দু'জন নেতা কলকাতার বাইরে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলেছেন, আটকাতে পারলেন না। ব্যারাকপুরে গিয়ে তারা নাকি ইভিএম মেশিনগুলো পাল্টে দিয়েছিলেন।' নৈহাটির পুরপ্রধানকে আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন,

'নৈহাটির আরেকটা ডাকাত অশোক চট্টোপাধ্যায়। বড়মার সম্পত্তি পর্যন্ত উনি গ্রাস করেছে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে অশোক চট্টোপাধ্যায় যত বেআইনিভাবে ঢুকিয়েছেন। সবাইকে জেলে ঢোকানো হবে।' সাহিত্য সম্রাটের শহরে দাঁড়িয়ে শুভেন্দুর বক্তব্য, তরুণী চিকিৎসকের খুনিদের এবং প্রমাণ লোপাট করা লোকেদের যেদিন ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। সেদিন তাঁরা শান্তি পাবেন। শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, জুনিয়র চিকিৎসকরা আক্রান্ত হলে বিজেপি বুঝে নেবে। গত ২৭ অগস্ট নবান্ন অভিযানে ঝান্ডা ছিল না। তবুও দলীয় কর্মীরা সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করেছেন বিনা চিকিৎসায় ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এপ্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'কোভিডে ও ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা উনি কমান। আর এখন মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত।' তাঁর দাবি, 'উনি চরম মিথ্যাবাদী মুখ্যমন্ত্রী। ধাপ্পাবাজ মুখ্যমন্ত্রী।' জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার দায়ভার মুখ্যমন্ত্রীর ঘাড়ে চাপালেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, 'জুনিয়র চিকিৎসকদের লড়াই অরাজনৈতিক। ওদের আন্দোলনে বিজেপির নৈতিক সমর্থন আছে।' শুভেন্দুর সংযোজন, 'ওরা ভয় পাবার লোক নয়। সুপ্রিম কোর্ট দেখিয়েও ওদের টলানো যায়নি। ওদের শিরদাঁড়া সোজা ও শক্ত।'

প্রসঙ্গত, নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে এবং গত ৮ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন স্কুলের প্রাক্তনীদের মিছিলে হামলার প্রতিবাদে এদিন নৈহাটিতে মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। শুভেন্দু ছাড়াও মিছিলে হাজির ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ ও পবন কুমার সিং, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ করে নির্বাচনে যাওয়া উচিত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে নির্বাচনে যাওয়া উচিত। শুক্রবার বিকেলে সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের শহর নৈহাটিতে মিছিলে পা মিলিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মানুষের স্বার্থে তিনি পদত্যাগ করতেও রাজি আছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এহেন বক্তব্যকে কটাক্ষ করে শুক্রবার প্রাক্তন সাংসদ বলেন, 'উনি দেহত্যাগের আগে পদত্যাগ করবেন না।' তাঁর দাবি, 'সরকারের খাদ্যমন্ত্রী জেলে। শিক্ষামন্ত্রী জেলে। এবার স্বাস্থ্যমন্ত্রীও জেলে যাবার অপেক্ষায়।'

প্রসঙ্গত, নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে এবং বিভিন্ন স্কুলের প্রাক্তনীদের মিছিলে হামলার প্রতিবাদে এদিন নৈহাটিতে মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। উক্ত

মিছিলে যোগ দিয়ে অর্জুন সিং বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে শান্ত করতে চাইছেন না। চলে যাওয়ার আগে বাংলাকে উনি ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন।' তাঁর অভিযোগ, পুলিশকে সামনে রেখে ব্যারাকপুর জুড়ে গুন্ডামি করা হচ্ছে। গত ২৮ আগস্ট প্রিয়াঙ্গু পান্ডের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। নিরাপরাধ কর্মীদের জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দক্ষ সংগঠক সুদীপ্ত দাস তিন বছর জেল খেটেছে। অর্জুনের হুঁশিয়ারি, শত্রুকে তাঁরা কখনই ভুলবেন না। সরকার চলে যাওয়ার পর এই অত্যাচারের বদলা তারা নেবেই।

আরজি করে নির্যাতিতার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে তদন্ত করল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর ঘটনার সত্যতা জানতে মরিয়া সিবিআই। শুক্রবার নির্যাতিতার মা-বাবা ও কাকিমাকে নিয়ে আরজি কর হাসপাতালের নিয়ে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। প্রায় ঘণ্টা খানেক আরজি কর হাসপাতালে থাকার পর বেরিয়ে যান তাঁরা। সিবিআই সূত্রে খবর, এদিন চেস্ট মেডিসিন বিভাগের থার্ড ফ্লোর অর্থাৎ ঘটনার অকুস্থলে মৃতা তরুণী চিকিৎসকের পরিবারকে নিয়ে যান গোয়েন্দা আধিকারিকরা। ঘটনার দিন পুলিশ তাঁদের কোথায় বসিয়ে রেখে ছিল, তাঁরা কী কী দেখেছিলেন সবটাই খুঁটিয়ে জানতে চায় সিবিআই। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে ঘটনার অকুস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁদের। তাঁরা কোন জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন সবটাই স্পষ্ট ভাবে জানতে চান গোয়েন্দা আধিকারিকরা। এর পাশাপাশি আর ঠিক কী কারণে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা স্পষ্ট জানা যায়নি।

প্রসঙ্গত, আরজি করের ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। সেই ভিডিয়োয় দেখা যায় একাধিক ব্যক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছেন ক্রাইম স্পষ্টে।

এই বিষয় নিয়ে যখন লাগাতার প্রশ্ন উঠছিল সেই সময় ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় একটি সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যেখানে নির্যাতিতার মৃতদেহ উদ্ধার হয়, সেই অংশ পুলিশ সাদা কাপড় দিয়ে কর্ডন (ঘিরে রাখা) করে রেখে ছিল। যদিও, তিলোত্তমার বাবা আবার পুলিশের সেই দাবি খণ্ডন করে জানিয়েছিলেন, তাঁদের পরিবারকে সাড়ে তিনটের আগে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আর তারপর যখন তাঁরা সেমিনার হলে পৌঁছন সেই সময় তাঁরা দেখেন সাদা কাপড় দিয়ে কোনও কর্ডন করা ছিল না। ফলত, মনে করা হচ্ছে তদন্তের স্বার্থে সিবিআই আধিকারিকরা এই গোটা বিষয়টিও জানার চেষ্টা করে থাকতে পারেন।

একইসঙ্গে এদিন আরজি করের প্ল্যাটিনাম বিল্ডিংয়ে যায় সিবিআই। এই বিল্ডিংটি প্লেস অফ অকারেন্স অর্থাৎ ঘটনার অকুস্থল থেকে বেশ খানিকটা দূরে। মূলত এটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভবন। এখানে ডিন এবং অধ্যক্ষের অফিস রয়েছে। এই বিল্ডিংয়েই পরপর বেশ কয়েকদিন এসেছেন গোয়েন্দারা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এখানকার বিল্ডিং প্ল্যান থেকে শুরু করে চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রার-সহ সকল অফিশিয়াল ডকুমেন্ট খতিয়ে দেখছেন তারা। এর পাশাপাশি অধ্যক্ষের যে কম্পিউটার রয়েছে সেগুলিও খতিয়ে দেখছে তারা। এখান থেকে উদ্ধার হওয়া তথ্য আদৌ তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে কোনও যোগ আছে কি না সম্ভবত তারই খোঁজ চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকেরা।

আরজি কর ঘটনায় নারকো টেস্ট করাতে চায় সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মামলায় তদন্ত বেশ কয়েকদিন হল শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে তদন্তে কী উঠে এসেছে, সেই রিপোর্টও শীর্ষ আদালতে জমা দিয়েছে সিবিআই। কিছুদিন আগে অভিযুক্তের পলিগ্রাফ টেস্টও করা হয়েছে। খুন ও ধর্ষণের অভিযোগে যাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তিনি আদৌ সত্যি কথা বলছেন কি না, তা জানার জন্য ওই পলিগ্রাফ টেস্ট করা হয়। কিন্তু এই পলিগ্রাফ টেস্টে আর থেমে থাকতে চাইছেন না সিবিআই আধিকারিকরা। এবার আরও উন্নতমানের পরীক্ষার ব্যবস্থার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাঁদের তরফ থেকে। সূত্রে খবর, পলিগ্রাফ টেস্টের পর এবার অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের নারকো টেস্ট করতে চায় সিবিআই। এই মর্মে শিয়ালদা কোর্টে আবেদনও জানানো হয়েছে। নারকো টেস্টে এক বিশেষ অবস্থায় অভিযুক্তকে প্রশ্ন করা হয়। তাতে কোনও মিথ্যা কথা বলা যায় না বলেই মত তদন্তকারীদের। আর সেই কারণেই এই পথে হাঁটতে চাইছেন সিবিআই আধিকারিকেরা।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, নারকো টেস্টে অভিযুক্তকে অচৈতন্য করা হয়। পলিগ্রাফ টেস্ট হল প্রথম ধাপ।

এরপর হয় নারকো টেস্ট, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে নয়ডার একটি সিরিয়াল কিলিং-এর কথা উল্লেখ করেন তাঁরা। সেই ঘটনায় নারকো টেস্ট করাতেই শিশুদের খুনের কথা জানা যায়। নারকো টেস্টের রিপোর্ট আসার পর অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হয়েছিল। তাই নারকো টেস্টে অনেক কিছু সামনে আসতে পারে বলে মনে ধারনা তাঁদের। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, ডাক্তারের উপস্থিতিতে ওই টেস্ট করা হয়। পরীক্ষা করার আগে হার্টের অবস্থা, পালস রেট, রক্তের সুগারের মাত্রা পরীক্ষা করা হয়। কোনও সত্য ঘটনা লুকনোর কোনও জায়গাই থাকে না বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

বামেদের লালবাজার অভিযানে উঠল পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিতে আগেই লালবাজার অভিযান করেছে জুনিয়র ডাক্তারেরা। এবার শুক্রবারে পথে নামল বামেরা। দাবি একই, পদত্যাগ করতে হবে বিনীতকে। বামেদের এই অভিযান ঠেকাতে প্রস্তুতি নেওয়া হয় কলকাতা পুলিশের তরফ থেকেও। রণসাজে সজ্জিত হওয়ার পাশাপাশি ৯ ফুট উঁচু ব্যারিকেড বসিয়ে লালবাজারের মুখে চলে প্রহরা। নিয়ে আসা হয় জল কামানও। বিক্ষোভকারীদের ধাক্কা সামাল দিতে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের ঠিক মাঝখানে দুই মানুষ লম্বা যে গার্ড রেল বসানো হয়েছে সেগুলিকে আবার লোহার চেন দিয়ে বেঁধে ফেলাও হয়। মোতায়েন কয়েকশো পুলিশ। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ লালবাজার মোড়ও।

এদিকে এদিনের এই অভিযানে বামেদের তরফ থেকে অংশ নেন মহম্মদ সেলিম থেকে বিমান বসুর মতো হেভিওয়েট নেতারা। পরিকল্পনা, বউ বাজারের ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার মোড় থেকে মিছিল যাবে লাল বাজারের উদ্দেশ্যে। তবে তার আগেই ভারত সভা হলের কাছে ব্যারিকেড বসিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের তরফ থেকে।

এদিনের মিছিলে পা মিলিয়ে বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীকেও বলেন, 'বিনীত গোয়েল তো পদত্যাগ করতে চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বাধা দিয়েছেন। আটকে রেখেছেন। সন্দীপ ঘোষ পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী নাকি আটকে রেখেছিলেন। এখন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন তিনিও পদত্যাগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁকে কে বাধা দিয়েছে জানি না। দল কী তাঁর কথা শুনছে না?' এখানেই না থেমে তাঁর সংযোজন, 'আমাদের দাবি পুলিশ মন্ত্রীর পদত্যাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পদত্যাগ। পুলিশ কমিশনার মাস্ট গো। উনি যেভাবে কলকাতা চালিয়েছেন তাতে গোটা দেশের কাছে বাংলার মান, মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে।'

এরপরই ফিয়ার্স লেনে পুলিশের তরফ থেকে বাধা দেওয়া ব্যারিকেডের উপরেও উঠে পড়তে দেখা যায় প্রচুর বাম কর্মীদের। কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। বাধা পেয়ে শেষ পর্যন্ত ওই জায়গাতেই রাতভর অবস্থান করবেন বলেন জানিয়ে দেন বামফ্রন্ত চেয়ারম্যান বিমান বসু। মিছিল থেকেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে উঠতে থাকে লাগাতার স্লোগান। পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিও আরও জোরালো হয়। ক্ষোভ উগরে দেন মহম্মদ সেলিম থেকে শতরূপ ঘোষের মতো বামেদের সব প্রজন্মের নেতারাই।

এদিন বিমান বসুকে বলতে শোনা যায়, 'সারা রাত এখানে অবস্থান হবে। প্রায় ৩০ ঘণ্টা আমরা এই অবস্থান কর্মসূচি করব। সভা হবে, প্রতিবাদী গান হবে। আমরা বিচার চাই। উই ডিমান্ড জাস্টিস।' ফুঁসে ওঠেন সেলিমও। বলেন, 'ইতিহাস বলছে কোনও মানুষ ক্ষেপে গেলে কোনও দুর্গ, কোনও প্রাচীর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। শুধু আঘাতে আঘাতে তাকে চূর্ণ করতে হয়। সবে তো শুরু হল। সারা রাত অবস্থান তো চলবেই।'

ক্ষোভ উগরে দেন শতরূপও। তার নিশানায় আবার পদ্ম শিবির। বলেন, 'আমরা তো বিজেপির মতো ছদ্মবেশ নিয়ে আসেনি। যখন মনে হয়েছিল নাগরিক আন্দোলনের সঙ্গে থাকব তখন কোনও রাজনৈতিক সংকীর্ণতা বাদ দিয়ে আমরা পতাকা ছেড়ে ওই আন্দোলনে অংশ নিয়েছি। গায়ের জোরে নেতৃত্ব দখল করতে যাইনি। আবার যখন আমরা মনে করেছি বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে লালবাজার অভিযান করব তখন শুভেন্দু অধিকারীর মতো বুড়ো বয়সে ছাত্র সেজে ছদ্মবেশ ধারণ করিনি। প্রয়োজনে আমরা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে লালবাজার অভিযান করব।'

সংশোধনাগার সেলে গীতা পড়ার আবদার সঞ্জয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে পয়লা বাইশ ওয়ার্ডে আছে আরজি কর কাণ্ডে ধৃত সঞ্জয় রায়। এবার জেলের মধ্যে গীতা পড়ার আবদার করতে শোনা গেল এই সঞ্জয়কে। সূত্রে খবর, নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছে সে অনুরোধ করেছে তাকে গীতা পড়তে দেওয়া হোক। তাকে দেওয়া হোক একটি গীতা।

এদিকে সঞ্জয় সংস্কৃত জানে না। তাই বাংলায় গীতা দেওয়ার জন্য নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছে আবেদন করেছে সে। সঞ্জয়ের মুখে এই আবদার শুনে রীতিমতো অবাক হয়ে যান নিরাপত্তা রক্ষীরা। সঞ্জয়ের আবদার শুনে তাঁরা জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁরা মাথায় রাখছেন। সংশোধনাগারের লাইব্রেরি খুঁজে দেখা হবে।

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার সূত্রে খবর, অন্য কোনও বই বা সংবাদপত্র পড়ার ব্যাপারে এর আগে আগ্রহ দেখায়নি সঞ্জয়। গত কয়েকদিন যাবৎ তার সেলের বাইরে সংবাদপত্র ঝোলানো থাকলেও সেদিকে তার চোখ যায়নি। নিজের মতো এক কোণে পড়ে থাকে সঞ্জয়। জেলে তিনবার রোলকল করা হয়। গুনতির সময় নিজের উপস্থিতির কথা জানিয়ে ফের নিজের খেয়ালেই থাকে সঞ্জয়।

প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয় সঞ্জয়। গত ৯ অগস্ট আরজি করের সেমিনার রুম থেকে নির্যাতিতার দেহ উদ্ধার হয়। এর পরের দিন সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে লালবাজারের গোয়েন্দারা। পরে এই মামলা সিবিআইয়ের হাতে গেলে তাকে সিবিআই হেফাজতে নেয়। ১৪ দিন সিবিআই হেফাজতের পর শিয়ালদা কোর্টের নির্দেশে বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছে সঞ্জয়। গত বুধবার প্রেসিডেন্সি জেলে সঞ্জয়ের দাঁতের ফরেনসিক পরীক্ষা করাতে যান সিবিআই আধিকারিক ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা।

উল্লেখ্য, সঞ্জয় যে সেলে রয়েছে সেই একই সেলে রয়েছে আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়া সন্দীপ রায়ও। যদিও, সন্দীপের জেল হেফাজত হওয়ার পর জেলে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি সঞ্জয়ের মধ্যে।

চার বছরের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মধ্য কলকাতার নামী স্কুলের এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু। সূত্রে খবর, শুক্রবার স্কুলে আসার পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে চার বছরের ওই শিশুটি। সঙ্গে শুরু হয় বমি। পুলকার চালক ও শিশুর পরিবার তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ওই শিশুকে এনআরএস হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের পরই জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শিশুর দেহের ময়নাতদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই শিশুর নাম তনুষ রায়। বাড়ি কেষ্টপুর। বছর চারেকের তনুষ মধ্য কলকাতার এক প্রখ্যাত স্কুলের নার্সারিতে পড়ত। স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে, তনুষ স্কুলে নিয়মিত আসত। বৃহস্পতিবারও স্কুলে এসেছিল। কিন্তু, এদিন স্কুলে পৌঁছায়নি সে। জানা গিয়েছে, স্কুলে আসার জন্য এদিন পুলকারে উঠেছিল তনুষ। আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বমি করতে শুরু করে। ওই শিশুর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে স্কুলের প্রিন্সিপাল জানান, 'সকাল আটটা থেকে ক্লাস শুরু হয়। তবে এদিন শিশুটি স্কুলের ভিতর ঢোকেনি। আমাদের এক ছাত্রকে হারালাম।'

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে শিশুটির পেটে ব্যথা হয়েছিল। এরপর তাঁর মা ওষুধও খাওয়ান। এদিন সকালে স্কুলে আসার জন্য পুলকারেও উঠেছিল। পুলকার উল্টোডাঙা আসার পর শিশুটি পেটে ব্যথার কথা জানায় চালককে। বাড়ি ফিরে যেতে চায়। জানা গিয়েছে, বাকি বাচ্চাদের পরীক্ষা থাকায়, শিশুটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি চালক। হঠাৎ কী কারণে সে এতটা অসুস্থ হয়ে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের পরই ওই শিশুর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

সন্দীপের শ্যালিকার বাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার উত্তরপত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি চালিয়ে ইডির হাতে এবার নয়া চাঞ্চল্যকর তথ্য। সূত্রের খবর, সন্দীপ ঘোষের শ্যালিকার ফ্ল্যাট থেকে বিপুল সংখ্যায় পরীক্ষার উত্তরপত্রের কপি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রায় ২০০ পাতার উত্তরপত্র উদ্ধার হয়েছে। এই উত্তরপত্রের কপি নিয়ে আর্থিক লেনদেন হয়েছিল কি না ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে ইডি। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে টেন্ডারের কপি, দলিল, সম্পত্তির কাগজপত্রও উদ্ধার করেছে বলে ইডি সূত্রের দাবি।

আরজি করের দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সন্দীপ গ্রেফতার হতেই একের পর এক তথ্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের হাতে উঠে আসছে। শুধু সন্দীপ নন, এই দুর্নীতি মামলায় তাঁর একাধিক আত্মীয় এখন তদন্তকারীদের স্ক্যানারে। একাধিকবার সন্দীপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি, শ্যালিকার বাড়িতে গিয়েছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সন্দীপ ঘোষের স্ত্রী সঙ্গীতা ঘোষ এবং শ্যালিকা অর্পিতা বেরাকে প্রায় ৬ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। তার আগে শ্যালিকার বাড়িতে প্রায় ১০ ঘণ্টা তল্লাশি চালানো হয়। উদ্ধার হওয়া একাধিক নথি নিয়ে শ্যালিকাকে এজেন্সির আধিকারিকদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি সন্দীপের শ্যালিকার। সেখান থেকেই বিপুল উত্তরপত্র মেলে বলে খবর।

এর আগে শ্যালিকার বাড়ির পাশেই যেখানে সন্দীপের শ্বশুর, শাশুড়ি থাকেন, সেখান থেকে একটি কালো ট্রলি ব্যাগ উদ্ধার হয়। প্রসঙ্গত, সন্দীপের শ্যালিকাও ইএসআই হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের ডাক্তার। পাশাপাশি সন্দীপ ঘোষের শ্যালিকার স্বামী এসএসকেএমের একজন ডাক্তার। আর এখানেই প্রশ্ন, এত উত্তরপত্র সেখানে কেন তা নিয়ে।

এ প্রসঙ্গে চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, 'কত বড় জালিয়াতি, দুর্নীতি, একে একে সব বেরোচ্ছে। সন্দীপ ঘোষ একা নয়, গোটা পরিবার যুক্ত। প্রথম থেকেই বলছি, এটা একটা সিন্ডিকেট। সন্দীপরা মাঝের অংশ। নিচে কিছু সাঁকরেত আছে, উপরে আছেন মাথারা। এই শ্যালিকা আবার দেশছাড়া না হয়ে যান।'

বিধানসভার অভ্যন্তরে বিক্রয় কেন্দ্র চালু করল তন্তুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর আগে হাতে একমাসও নেই। শহর-জেলা জুড়ে পুজোর আবহ একটু একটু বাড়ছে। উৎসবের এই আবহে এবার জুড়ে গেল রাজ্য বিধানসভারও নাম! এই প্রথম বিধানসভার অভ্যন্তরে বিক্রয় কেন্দ্র চালু করল তন্তুজ। এখানে শাড়ি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি নানা ধরনের পোশাক পাওয়া যাবে। থাকছে বিশেষ ছাড়েরও ব্যবস্থা। এই বিক্রয় কেন্দ্র তথা প্রদর্শনী চলবে ২ অক্টোবর পর্যন্ত। শুক্রবার এর উদ্বোধন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান বিধান সভার কর্মী দের সুবিধার জন্য এই প্রথম বিধান সভা চত্বরে এই ধরনের প্রদর্শনী শুরু হলো।তবে বাইরের মানুষ জনরাও এখানে কেনাকাটা করতে পারবেন। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, স্বপন দেবনাথ প্রমুখ। বিধানসভার হাইকোর্ট সংলগ্ন গেট দিয়ে প্রবেশের পরই তন্তুজ'র বিপণন কাউন্টার। গুরুত্বপূর্ণ এই গেট দিয়ে সাধারণ মানুষ বিধানসভায় প্রবেশ করে শাড়ি, জামাকাপড় কিনতে পারবেন। সাধারণত বিধায়করা, বিধানসভার কর্মচারীরা এবং নির্দিষ্ট পরিচয়পত্রধারী সাংবাদিকরা বিধানসভায় প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু আজ থেকে আগামী কয়েকদিন সাধারণ মানুষও বিধানসভার একটি নির্দিষ্ট গেট দিয়ে ঢুকতে পারবেন। তবে সেখানে প্রবেশ করার পর কেনাকেটা সেরেই একই গেট দিয়ে ক্রেতাদের বেরিয়ে যেতে হবে।

অনুদান ফেরানো পুজো কমিটিদের বিশেষ সম্মান জানাতে চায় বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই কিছু পুজো কমিটি সরকারি অনুদান না-নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। বৃহস্পতিবারও একই সুর শোনা গেল পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের একটি পুজো কমিটির গলাতেও। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির ধারণা, আগামীতে আরও কয়েকটি সর্বজনীন দুর্গাপুজোর আয়োজক কমিটি একই পথে হাঁটবে।

এমন পরিস্থিতি বুঝতে পেরে ওই পুজো কমিটিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। গত কয়েক বছর ধরে দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে বিজেপি নিজেদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টা করলেও তেমন কাজের কাজ খুব একটা হয়নি তা বুঝিয়ে দিয়েছে একের পর এক নির্বাচনী ফলাফল। এমনকি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের নীতির অনুসরণে কয়েক বছর আগে পুজো কমিটিগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ারও সিদ্ধান্তও নিয়েছিল বিজেপি। তাতেও চিঁড়ে ভেজেনি। খুব স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে, সজল ঘোষের সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো ছাড়া শহরের অন্য কোনও পুজো কমিটিতে নিজেদের আধিপত্য তেমন কায়েম করতে পারেনি গেরুয়া শিবির। এমনকি, জেলাগুলোতেও বিজেপির 'পুজো দখলের' চেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়েছে। তবে এ বছর আরজি করের ঘটনায় পরিস্থিতি অনেকটাই অন্যরকম। কারণ, এই আরজি করের ঘটনায় বহু পুজো কমিটি নিজে থেকেই রাজ্য সরকারের অনুদান ফিরিয়ে দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গ বিজেপির এক শীর্ষনেতা জানান, 'এতদিন রাজ্য সরকারের রোষানলে পড়ার ভয়ে অনেক পুজো কমিটিকে ইচ্ছে না-থাকলেও সরকারি অনুদান নিতে হয়েছে। তবে এখন সেই ভয়টা কেটে গিয়েছে। তাই, যে পুজো কমিটিগুলো সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য জেলা নেতৃত্বদের আমরা বলেছি।' সূত্রের খবর, ওই পুজো কমিটিগুলো বিজেপির অনুদান নিতে না-চাইলেও তাদের প্রতিবাদকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কুর্নিশ জানাতে চায় বিজেপি নেতৃত্ব।

নবান্ন অভিযানের প্রাক্কালে গ্রেপ্তার ৪, মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযানের আগের রাতে হাওড়া স্টেশন থেকে চার জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়। শুক্রবার হাইকোর্টে ছিল এই মামলার শুনানি। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের এজলাসে এই মামলা ওঠে। এদিনের শুনানিতে মামলাকারীর প্রশ্ন ছিল, এই ঘটনায় কেন পুলিশের বিরুদ্ধে 'ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন' নেওয়া হবে না? কেনই বা ক্ষতিপূরণ দেবে না পুলিশ? আদালত সূত্রে খবর, কীভাবে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়া হবে, তা আদালতের উপরই নির্ভর করবে।

এদিকে এদিন এও অভিযোগও ওঠে, গত ২৭ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের আগের রাতে হাওড়া স্টেশন থেকে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ চার ছাত্রনেতাকে আটক করে। পরদিন সকালে হাইকোর্টে পরিবারের লোক তাঁদের খুঁজে পেতে আবেদন করলে, পুলিশ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানায়। যদিও মামলায় পুলিশ জানায়, গোলমাল ছড়াতে পারে এই আশঙ্কায় তাদের আগাম গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও এফআইআর করেনি পুলিশ। এই অবস্থায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে যান মামলাকারী। প্রসঙ্গত, নবান্ন অভিযানের আগের দিন চার ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয় হাওড়া থেকে। কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও হয়। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চেই মামলার শুনানি ছিল। পুলিশের এহেন আচরণ নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। হলফনামাও তলব করা হয়।

সম্পাদকীয়

রাম লঙ্কা জয়ের পর কিন্তু রাবণ হয়ে যাননি

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলেছিলেন প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। মেডিক্যাল বর্জ্য বেআইনি ভাবে বিক্রি থেকে শুরু করে ফুড স্টল, পার্কিং থেকে টাকা তোলা, সরকারি টাকা নয়ছয়, অনৈতিক ভাবে শিক্ষার্থীদের ফেল করিয়ে দেওয়া, শিক্ষাঙ্গনে যৌনকর্মীর প্রবেশ; এমন নানা অভিযোগ তিনি রাজ্য পুলিশের অ্যান্টি করাপশন ব্যুরো, টালা থানা, স্বাস্থ্য ভবন, মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে জানান। যা গত বছর এক বাংলা সংবাদ চ্যানেলে প্রচারিতও হয়। তার পর চেনা ছক। লোক-দেখানো কমিটি গঠন, অভিযোগকারীর বদলি, কমিটির বিচারে বিষয়টি খারিজ করে দেওয়া, এ সবই ঘটে যায়। কয়েক মাসের মধ্যে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। এই ভাবে দাগিয়ে দিলেই অভিযোগকে লঘু করা যায়। কিন্তু মূল কথা হল, এই লড়াইটা দুর্নীতির সঙ্গে নীতির, অসাধুর সঙ্গে সাধুর। শুধুমাত্র কারও প্রাণ গেলে তবেই কি আমরা জেগে উঠব? যারা ধীরে ধীরে বিষ-বাষ্পে সমাজকে বিষিয়ে তুলছে, তাদের কী হবে? প্রশাসনের উপর আস্থা বহু আগেই হারিয়েছে মানুষ। বিচারব্যবস্থার উপর যেটুকু ভরসা আছে, তা যেন সমস্ত ক্ষেত্রে বজায় থাকে, এই আশাই রাখি। দিকে দিকে বিক্ষোভে সবাই কিন্তু শাসক-বিরোধী নন, মূলত তাঁরা দুর্নীতি-বিরোধী, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরোধী। যিনি যে দলেই থাকুন, আমরা কোন দিকে এগোচ্ছি একটু ভাববেন। দলের ভুলটাকে প্রশমিত করতে চাইবেন না। সাধারণ মানুষের প্রতিও অনুরোধ, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাকে তুচ্ছ মনে করে 'যে-ই যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ'-এর মতো হতাশাজনক বাক্যবন্ধ বলবেন না। সব সময় মনে রাখবেন, রাম লঙ্কা জয়ের পর কিন্তু রাবণ হয়ে যাননি। আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে সব রকমের শক্তি আর সম্ভাবনা রয়েছে। নিহত তরুণী চিকিৎসকের মতোই, যে যার নিজের মতো করে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এক দিন এই কালো মেঘ কাটবেই।

শব্দবাণ-৪৪

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সকালবেলার হালকা খাবার ৪. বাজার ৫. পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন চালবিশেষ ৭. যুদ্ধ, সংগ্রাম ৯. বদান্যতা, অনুগ্রহ ১১.রাজপুত্র।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অভদ্র লোক ২.অবস্থা, দশা ৩. তালিম ৬. মাতাল, মত্ত ৮. নীলপদ্ম ১০. দুর্ঘটনা।

সমাধান: শব্দবাণ-৪৩

পাশাপাশি: ১. নিয়মতন্ত্র ৩. আতশ ৫. বড়াই ৭. রজক ৮. নকল ১০. খাতিরজমা।

উপর-নীচ: ১. নিষ্ণাত ২. তন্নিবন্ধন ৩. আসর ৪. শম্বুকগতি ৬. ইগল ৯. কদমা।

জন্মদিন

আজকের দিন

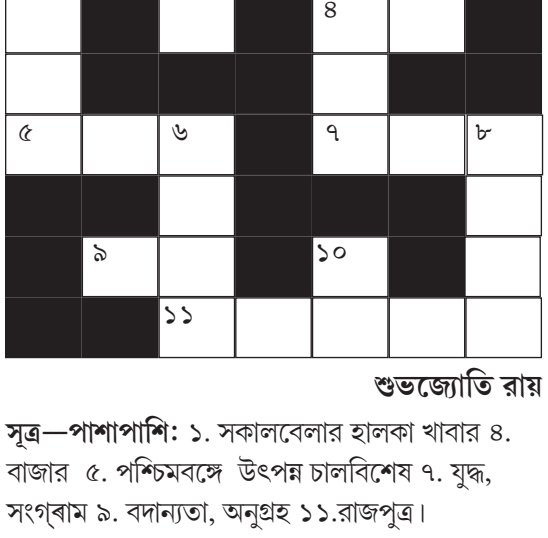

তথাগত রায়

১৯২৩ *আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ রামজেঠমালানির জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তথাগত রায়ের জন্মদিন।*
১৯৬৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবিন সিংয়ের জন্মদিন।*

গণিতের জনক আর্কিমিডিস

সিদ্ধার্থ সিংহ

এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। ইতালির সিরাকিউসের রাজা হিরো এক স্যাকরাকে দিয়েছিলেন একটি সোনার মুকুট বানাতে। মুকুটটি বানানো হল। ভারি সুন্দর দেখতে। কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ হল, মুকুটটি খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছে তো? সোনা চুরি করে স্যাকরা খানিকটা খাদ মিশিয়ে দেয়নি তো?

তখন পণ্ডিত হিসেবে আর্কিমিডিসের খুব নামডাক।

রাজা তাঁরই ওপর ভার দিলেন মুকুটে কোনও খাদ মেশানো আছে কি না, তা বের করার জন্য। তার সঙ্গে সঙ্গে এও বলে দিলেন, মুকুটটি কিন্তু ভাঙা চলবে না।

রাজার নির্দেশ বলে কথা। কিন্তু মুকুট না ভেঙে তিনি কী করে এর সমাধান করবেন? ভেবেই চলেছেন। ভেবেই চলেছেন। ভেবেই চলেছেন।

ভাবতে ভাবতে একদিন স্নানঘরে ঢুকছেন আর্কিমিডিস। টুবুটুবু ভর্তি চৌবাচ্চা। স্নান করার জন্য যেই চৌবাচ্চায় নেমেছেন তিনি, অমনি বেশ খনিকটা জল চৌবাচ্চার উপর দিয়ে উপচে পড়ল। সেটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, তাঁর নিজের শরীরের ওজনও যেন খানিকটা কমে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে মুকুট-সমস্যার একটি সমাধান মনে এসে গেল আর্কিমিডিসের। খাঁটি সোনার মুকুট যতটা জল সরাতে পারবে, সোনায় খাদ মেশানো মুকুট সেই পরিমাণ জল সরাতে পারবে না; অর্থাৎ জলের মধ্যে ডোবালে খাঁটি সোনার যে ওজন হবে, খাদ মেশালে তা হবে না।

সুতরাং সহজ একটি পরীক্ষা করেই মুকুটটি খাঁটি সোনার কি না, তা বোঝা যাবে। ব্যস, আনন্দের চোটে এক লাফে চৌবাচ্চা থেকে উঠে তিনি একেবারে নগ্ন অবস্থাতেই ছুটলেন সোজা রাজার কাছে। ছুটতে ছুটতেই চিৎকার করতে লাগলেন, 'ইউরেকা! ইউরেকা! ইউরেকা!' মানে আমি পেয়ে গেছি! আমি পেয়ে গেছি! আমি পেয়ে গেছি! এরই নাম 'প্লাবতা সূত্র'।*এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর্কিমিডিসের সূত্র নামেও পরিচিত।

এই আর্কিমিডিসের জন্ম আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৮৭ অব্দে। সিসিলি দ্বীপপুঞ্জের সিরাকিউস দ্বীপে। বাবা ফেইদিয়াস ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ। কৈশোর ও যৌবনে আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে আর্কিমিডিস পড়াশোনা করেন। সে সময় আলেকজান্দ্রিয়া ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান। ছাত্র অবস্থাতেই আর্কিমিডিস তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সুমধুর ব্যক্তিত্বের জন্য সবার কাছেই খুব প্রিয় ছিলেন।

তাঁর গুরু ছিলেন ক্যানন। ক্যানন ছিলেন জ্যামিতির জনক মহান ইউক্লিডের ছাত্র। পূর্বসুরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি চেয়েছিলেন গণিতবিদ্ হতে। অঙ্কশাস্ত্র, বিশেষ করে জ্যামিতিতে তাঁর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। ইউক্লিড, ক্যানন যেখানে তাঁদের গবেষণা শেষ করেছিলেন আর্কিমিডিস সেখান থেকেই তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন।

তিনি শুধু গণিতের জটিল জটিল সমস্যার সমাধানই করেননি, দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় নিজের দেশের প্রতিরক্ষার জন্য বিভিন্ন অস্ত্রের ডিজাইনও করেছিলেন। প্রাচীন বিবরণ অনুসারে, আর্কিমিডিস তখনকার সময়ের হিসেবে অনেক উন্নতমানের অস্ত্র তৈরি করেছিলেন। যার মধ্যে ছিল একটি বিশাল নখর, যা রোমান জাহাজকে অনায়াসে ডুবিয়ে দিতে পারে আবার তুলে এনে নিজেদের কাজে লাগাতেও পারে। এর পাশাপাশি সূর্যের রশ্মিকে আয়নায় কেন্দ্রীভূত করে শত্রু জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যদের পুড়িয়ে মারতে পারে।

সেই গ্রিক পণ্ডিত, যাঁকে গণিতের জনক বলা যায় সেই আর্কিমিডিসের মৃত্যু কিন্তু হয়েছিল ভারি অদ্ভুত ভাবে। সেটা ২১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কথা। সিরাকিউসের সিজের সময়ে একদিন নিজের বাড়ির উঠোনে বসে বালির ওপরে গণিতের সূত্র আঁকিবুঁকি করছিলেন। তিনি যখন গণিতে ডুবে থাকতেন, তখন চারপাশের জগতের কোনও খোঁজখবর রাখতেন না। ঠিক সে সময় রোমানরা আক্রমণ করেছিল তাঁর দেশে। যুদ্ধে তাঁর দেশের সম্রাট হেরেও গিয়েছিলেন। কিন্তু আর্কিমিডিস সেই সূত্র নিয়ে এতটাই মেতে ছিলেন যে, তিনি সেই খবরও রাখেননি। তিনি তাঁর কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

এ দিকে রোমান সৈন্যরা তখন ওই দেশের প্রত্যেকের বাড়ি ঢুকে ছেলে বুড়ো যাকেই পাচ্ছে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক সেই সময় কোনও এক রোমান সৈনিক আর্কিমিডিসের বাড়ি ঢুকে দেখেন একজন বৃদ্ধ লোক উঠোনে বসে বালির ওপরে কী সব আঁকিবুকি কাটছে। সে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলে। আর্কিমিডিসের বয়েই গেছে তার কথায় কান দিতে। বরং তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আহ্, বিরক্ত কোরো না, দেখছ না ব্যস্ত আছি!'

সেই সৈনিক জ্যামিতি বা গণিতের নিশ্চয়ই কিছু বুঝত না। খুব স্বাভাবিকভাবে আর্কিমিডিসকেও চিনত না। জানত শুধু যুদ্ধ করতে।

আর্কিমিডিসের কথায় তার আঁতে ঘা লাগল। একটা পরাজিত দেশের নাগরিকের এত বড় স্পর্ধা! সে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছে আর সে কিনা তাকে ব্যস্ততা দেখাচ্ছে! সে রেগে গিয়ে তলোয়ারের এক কোপ বসিয়ে দিল আর্কিমিডিসের ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল আর্কিমিডিস।

পরে আর্কিমিডিসের কাটা মুণ্ডু দেখে বিজয়ী রোমান সম্রাট আফসোস করেছিলেন। এই ভয়টাই তিনি পাচ্ছিলেন। তাই যুদ্ধের আগে সম্রাট তাঁর সৈন্যদের বারবার করে বলে দিয়েছিলেন আর্কিমিডিসকে যেন হত্যা করা না হয়।

তিনি গুণের কদর করতেন। যদিও আর্কিমিডিসের কারণে বারবার হেরেছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন, উনি যা করেছেন নিজের দেশকে বাঁচানোর জন্য করেছেন। তাঁর সেই দেশপ্রেমকে আমি সম্মান করি। তাই আর্কিমিডিসের প্রতি এতটুকুও ক্ষিপ্ত হননি সম্রাট। বরং এই গুণী মানুষটিকে একবার স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি।

যিনি আর্কিমিডিস কে হত্যা করেছিলেন সেই সৈনিককে সম্রাটের তরফ থেকে কোনও শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কি না সে খবর অবশ্য আজও জানা যায়নি।

ওষুধ তো খাওয়া হয়, কতটা নিরাপদ সেগুলো?

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি রীতেশ দেশমুখ অভিনীত ওয়েবসিরিজ "PILL" মুক্তি পেয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। বর্তমান পরিসরের নিরিখে ভীষণ প্রাসঙ্গিক এবং ভাবিয়ে তোলার মত এই সিরিজ। আচ্ছা, কখনও কারও মনে হয়েছে যে বাজারে এত ওষুধের কোম্পানি রয়েছে সেগুলোর গুণগত মানের নির্ভরযোগ্যতা কতটা? সামান্য পেটে ব্যথা থেকে মারণ ক্যান্সার সবকিছুর ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়, সেগুলো কতটা কার্যশীল সেটা জানি না কেউই।

মেডিক্যাল অথোরিটি অফ ইন্ডিয়া (MAI) ভারতের বাজারে যত ওষুধ আছে তার গুণগত মান পর্যালোচনা করে তারপরে বাজারে সেটা ছাড়তে অনুমোদন দেয়। রীতেশ অর্থাৎ রিলের প্রকাশ এই দফতরে পদোন্নতি পেয়ে এসে যোগদান করে বহু অনিয়ম খুঁজে পায় যেখানে এমন কিছু ড্রাগ বাজারে কোনও এক প্রভাবশালী কোম্পানি ও চক্রের মাধ্যমে চলছে যাকে অবৈধ ভাবে অনুমোদন দিয়ে বাজারজাত করা হয়েছে অর্থাৎ সেই ড্রাগগুলির কিছু ব্যাচ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে বা এমন কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে শরীরে যা মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। সে লক্ষ্য করে সেই কোম্পানির ডায়বেটিসের ওষুধ খেয়ে কারও চোখ খারাপ হয়েছে, মাল্টিঅর্গ্যান ফেইলিওর হচ্ছে এবং অবশেষে মারাও যাচ্ছে অথচ সেই বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তদারকির অনুমোদন চাইলে কখনই সেই অনুমোদন পায় না। তার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও এই কুচক্রের সাথে জড়িত হয়ে রয়েছে। সে তখন নিজ উদ্যোগে বাজারজাত অন্য কোম্পানির ড্রাগের সাথে সেই কোম্পানির ড্রাগের ল্যাবরেটরি টেষ্ট করে তার সন্দেহকে নিশ্চিত করে এবং সেই রিপোর্ট নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করলে সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তার নিজের দফতরের আধিকারিক মামলা করায় বিস্ময়প্রকাশ করলেও সমস্ত অভিযোগ শোনে কিন্তু পরবর্তীকালে সে সরকার অনুমোদন ছাড়া ল্যাব টেষ্টের রিপোর্ট দাখিল করার অপরাধে এবং মিথ্যা মামলায় ফেঁসে চাকরি থেকে সাসপেন্ড হয়।

পরবর্তীকালে সে সেই রিপোর্ট এবং নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার জোরে উচ্চতর আদালতে মামলা দায়ের করে এবং তার মামলা বেশ কিছু তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত হয়। এরমধ্যে অন্যতম হল, MAI অনুমোদন পাওয়ার লক্ষ্যে মাইগ্রেনের কিছু ড্রাগকে অবৈধভাবে সেই কোম্পানী বস্তির কিছু মানুষের ওপরে প্রয়োগ করে পরীক্ষা চালায় তাতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ারত তারা নানারকম রোগের শিকার হয় যাতে তারা জীবন্ত লাশে পরিণত হয়। উচ্চতর আদালত সেই কোম্পানির ওপরে তদন্ত চালাতে নির্দেশ দেয় এবং সেই রোগীদের বয়ান পেশ করতে জানায়। এই খবর উক্ত কোম্পানির কর্ণধার শুনতেই সমস্ত রোগী যাদের ওপরে সেই ড্রাগ পরীক্ষা করা হয় তাদের ভয় দেখিয়ে, ঘুষ দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। ফলতঃ প্রকাশ ও তার সহকর্মীদের দোষ প্রমাণ করতে হতোদ্যম হতে হয়। ইতিমধ্যে ঘটে ক্লাইম্যাক্স। যে কোম্পানির ওষুধ নিয়ে এত গরমিল সেই কোম্পানির গাফিলতি প্রথম থেকেই চোখে পড়েছিল ঐ কোম্পানির কর্মরত মাইক্রবায়োলজিস্ট আশীষের। সে নথি হিসাবে দেখে শুধু নাম বদল করে একই ওষুধ একাধিক রোগীর ওপরে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সেইসব রোগীরই নাম রয়েছে তাতে যাদের শরীরে ঐ ড্রাগ কোনো প্রভাব ফেলেনি এবং সেটা শতাংশের নিরীখে এতটাই কম যা MAI অনুমোদিত নির্দেশকে উত্তীর্ণ করে না। অনেক তথ্য লোপাট করে, জাল করে সেই কোম্পানির ড্রাগ বাজারে ঘুরছে এবং মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু প্রদেশের শীর্ষ নেতৃত্বেরা জনদরদী হতে গিয়ে সেইসব ওষুধ বিভিন্ন ক্যাম্পে দিয়ে চলেছে। কোথাও আবার মেয়াদোত্তীর্ণ ড্রাগকে শুধু তারিখ বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিশ্ব বাজারে কোনও ওষুধকে মান্যতা পেতে গেলে আমেরিকার FMA (ফুড অ্যান্ড মেডিসিন অথোরিটির) অনুমোদন মিললেই তার ওপরে বিশ্বাসযোগ্যতা সবারই বেড়ে যায় আর সেই তত্ত্বের ওপরে ভর করে পরীক্ষাধীন ক্যান্সারের ওষুধকেও তারা বাজারজাত করার উদ্যোগী নেয় যেখানে তাদের মূল ভাবনা ক্যান্সার মরণব্যাধী এবং সেখানে মানুষ ওষুধ প্রয়োগে একদিন বেশি বাঁচলেই তাতে সাফল্যতা মিলবে তাই এই ড্রাগ বাজারজাত করা সবচেয়ে সুবিধাজনক ও প্রশ্ন তোলারও কেউ থাকবে না তাতে। এসব খবর আশীষ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালে তাকেও ফাঁসিয়ে দিয়ে মানসিক অবসাদগ্রস্ত করে দেওয়া হয়। সেই বিষয়টা প্রকাশ শেষ অবধি বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে উদ্ধার করে এবং মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতে পেশ করলে সে যে লড়াই চালিয়েছিল সেক্ষেত্রে তার জয় হয়।

এটা এক চলমান সত্যি যা এই ওয়েবসিরিজে দেখানো হয়েছে এবং এক তথ্যে বলা হচ্ছে যে সিংহভাগ ওষুধ কোম্পানিগুলি প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় ৪০ শতাংশ সাফল্য পেয়ে অনেক নথি লুকিয়ে এভাবেই তাদের ব্যবসা করে চলেছে। এখন একটা নতুন তথ্য প্রচলিত যেখানে বলা হয় শুধু ওষুধ খেলে চলবে না, সাথে যোগব্যায়াম করতে হবে তবেই ওষুধ ক্রিয়াশীল হবে। প্রশ্ন হল, ওষুধ যদি যোগব্যায়াম করলেই কাজ করে তাহলে সেটার জন্য এত টাকা খরচ, ডাক্তার দেখানোর অর্থ কি? অতএব এক ধাঁধাতে ফেলে দেওয়া হয়েছে আমাদের। এছাড়াও আরও কিছু ভ্রান্ত ধারণা কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছিল যে মেয়াদোত্তীর্ণ ড্রাগ বেশ কিছুমাস কাজ করে তাই সেটা নেওয়া নিরাপদ এবং যা একদমই ভুল তথ্য। আর এই তথ্য লুকিয়ে তারিখ বদলে সেই ড্রাগ বিভিন্ন সরকারি ও সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে বিলি করা হয় আর মানুষের ক্ষতি হয় তাতে অর্থাৎ আমরা সবাই এক একজন পরীক্ষিত মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছি আবার অর্থও ব্যয় করছি। সরকার নির্দেশনুসার তৈরি করে কিছু বিশ্বস্ত সংস্থা গড়ে তুলেছে যাতে স্বাস্থ্য পরিসর নিরাপদে চলতে পারে, সেজন্য উচ্চশিক্ষিত কর্মীদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ঘুষের অর্থের লোভের কাছে পরাস্ত হয়ে অধিকাংশ আধিকারিক মানুষের ক্ষতি করছে, সরকারের বদনাম করছে। কিছুদিন আগে আফ্রিকার একটি দেশে এভাবেই কাশির সিরাপ খেয়ে বহু মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় সেই সিরাপ যেমন ব্যান করা হয় একইসাথে ভারতকে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। শুধু তাই নয়, ব্যবসায়িক স্বার্থে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদেরও প্রলোভিত করে সেই চক্রে যুক্ত করে চলেছে যাদের ওপরে অনেক মানুষই নির্ভরশীল সেটা জেনেশুনেই। অবাক করা তথ্য হচ্ছে, এই অন্যায় উপায়ে তথ্য লুকিয়ে প্রতিবছর দেশে শুধু ড্রাগ কোম্পানিগুলো ১৭ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা করে চলেছে, তাদের সাহায্য করে চলেছে সরকারি এই অসৎ কর্মীরা। প্রকাশ, আশীষের মত বেশ কিছু সৎ অফিসারও আছেন যাঁরা সরকারের দেওয়া যোগ্যতামাফিক মায়না, স্বল্প পরিসীমিত স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনকে ভালোবেসে দেশের মানুষের জন্য এখনও আশার আলো হয়ে দিশা দেখান কারণ তারা জানে যে দেশবাসী প্রতিদিন কতটা নির্ভরশীল যেকোনও ওষুধের ওপর চলমান রোগগ্রস্ত সময়ে তবে প্রকাশদের সংখ্যাটা খুবই কম সেটাই ভারতের মত বৃহৎ দেশের পক্ষে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। "PILL" ওয়েবসিরিজটি দেখুন সকলে, অনেক বাস্তবের সাথে পরিচয় ঘটবে, অনেকটা বেশী প্রাসঙ্গিক।

আনন্দকথা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত — সাধনা ও যোগতত্ত্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। বৃহস্পতিবার (৯ই ভাদ্র ১২৮৯), শ্রাবণ-শুক্লা দশমী তিথি, ২৪শে অগস্ট, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। আজকাল ঠাকুরের কাছে হাজরা মহাশয়, রামলাল, রাখাল প্রভৃতি থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র, — কালীবাড়িতে পূজা করেন। মাস্টার আসিয়া দেখিলেন উত্তর-পূর্বের লম্বা বারান্দায় ঠাকুর হাজরার নিকট দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। তিনি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিলেন।

ঠাকুর সহাস্যবদন। মাস্টারকে বলিতেছেন, "আর দু-একবার ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখবার প্রয়োজন। চালচিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তারপর বসে বসে রঙ ফলায়। প্রতিমা প্রথমে একমেটে, তারপর দোমেটে, তারপর খড়ি, তারপর রঙ — পরে পরে করতে হয়। ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ করছে, *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রোগী মৃত্যুর অভিযোগে ডাক্তারদের একাংশের বিরুদ্ধে কল্যাণের মন্তব্যে চর্চা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রোগী মৃত্যুর অভিযোগে ডাক্তারদের একাংশের বিরুদ্ধে সরব হলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাতে 'জাস্টিস ফর কোন্নগর' স্লোগানকে সামনে রেখে মিছিল বেরোয়। বঙ্গ জাগরণ মঞ্চের ব্যানারে মশাল হাতে দেখা যায় শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেখানেই স্লোগান দিতে দেখা যায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, 'খুনি ডাক্তারদের বিচার চাই, কলকাতার অভিনেত্রীদের পশ্চিমবাংলার গরিবদের দেখতে হবে। কলকাতার এলিট ক্লাসের দালাল দূর হঠো।' কল্যাণ ব্যানার্জির এই বক্তব্য ঘিরে তুমুল চর্চা শুরু হয়।

পরে কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন, 'যে ক্রিমিনাল অ্যাক্ট হয়ে গিয়েছে তার সঙ্গে কোনও আপোস করা যাবে না। এর বিচার করতেই হবে। যে ডাক্তাররা সুপ্রিম কোর্ট বলার পরও কাজে যোগ দিলেন না তাঁদের মানসিকতা খুব পরিষ্কার। তাঁদের ইগো নিয়ে চলছেন। বাংলার মানুষের সেবা করতে আসেননি। একমাসের উপর যাঁরা পরিষেবা দেননি, তাঁদের ডাক্তার হওয়াই উচিত নয়। ডাক্তাররা অমানবিক কাজ করেছেন এভাবে কর্মবিরতি করে। সংবিধানের ধারা লঙ্ঘিত। এর বিচার চাই।'

সাংসদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আন্দোলনকারী চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দের বক্তব্য, '৭ হাজার ৫০০ জুনিয়র ডাক্তারদের জন্য যদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, তা হলে সেই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই প্রশ্নের মুখে। ডাক্তারদের অনেকদিন ধরেই অনেকে অনেক কিছু বলেন। আমরা সেসব গায়ে মাখি না। ওনার কথাও গায়ে মাখছি না।' অন্যদিকে এক বিশিষ্ট চিকিৎসকের বক্তব্য, 'উনি তো চিরকালই কুকথা বলেন। ওনার কথায় শিক্ষাদীক্ষার ছাপ পাইনি। বয়সোপযুক্ত গাম্ভীর্য ওনার কথায় থাকে না। বাজার গরম করতে উনি অভ্যস্ত।' তবে এত সহজে বিষয়টি মানতে রাজি নয় চিকিৎসক সংগঠন। সংগঠনের নেতা উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'উনি যা বললেন, তা ওনাকে প্রমাণ করতে হবে। না হলে ক্ষমা চাইতে হবে।'

SRI GBK RESOURCES PVT. LTD.
CIN: L67120WB1992PTC056711
Regd. Office: Room No. 312S,
The Chambers Mall, 1865 Rajdanga
Main Road, Kolkata 700107
Tel: 033-40817383
email: gbkresources@gmail.com

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company shall be held on Sunday, 10th September, 2024 at 10:30 A.M. at the registered office of the Company to, inter-alia, approve the proposal for buy-back of Equity Shares of the Company under Section 68 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder.

For SRI GBK RESOURCES PVT. LTD.
Sd/-
Director

তরুণীকে আটকে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযুক্ত তৃণমূলের শ্রমিক নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিজের বাড়িতে আটকে রেখে এক তরুণীকে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগে তৃণমূলের শ্রমিক নেতা তথা সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষর বিরুদ্ধে। ছাড়া পেয়ে পরিবারের সঙ্গে নিয়ে থানায় অভিযোগ তরুণীর, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত কর্মাধ্যক্ষ, কর্মাধ্যক্ষকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল।

স্থানীয় এক তরুণীকে নিজের বাড়িতে আটকে রেখে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগ উঠল সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির সোনামুখী ব্লক সভাপতি নারায়ণ মিত্র ওরফে ঝন্টুর বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালে ছাড়া পেতেই ওই তরুণী পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে সোনামুখী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের কিছুক্ষণের মধ্যে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করে সোনামুখী থানার পুলিশ। এমন মারাত্মক অভিযোগ সামনে আসতেই অস্বস্তিতে পড়ে ওই নেতাকে সংগঠনের পদ থেকে সরানোর পাশাপাশি দল থেকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, অভিযুক্তকে পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকে সরানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন নারায়ণ মিত্র ওরফে ঝন্টু। দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির সোনামুখী ব্লকের সভাপতি পদে থাকার পাশাপাশি ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তাঁকে সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষর পদে বসায় তৃণমূল। অভিযোগ, এই নারায়ণ মিত্র গত কয়েকদিন আগে স্থানীয় পূর্ব পরিচিত এক তরুণীকে নিজের ঘরে আটকে রেখে একাধিকবার ধর্ষণ করে।

এদিন ওই তরুণী কোনও ক্রমে ওই তৃণমূল নেতার কবল থেকে মুক্ত হয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে সোনামুখী থানায় হাজির হয়ে প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা নারায়ণ মিত্রর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেতেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। দ্রুততার সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে। দলের প্রভাবশালী ওই নেতার বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ ওঠায় অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল নেতৃত্ব। তড়িঘড়ি দলের তরফে অভিযুক্ত নেতাকে শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি পদ থেকে অপসারিত করার পাশাপাশি দল থেকেও তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ডের কথা ঘোষণা করা হয়।

তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের দাবি, অভিযুক্ত নারায়ণ মিত্রকে পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকেও সরানোর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই এলাকায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির দাবি, তৃণমূল নেতৃত্বের একটা বড় অংশ এমন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। আপাতত লোক দেখানো অভিযুক্ত সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল। কিন্তু আবার দু'সপ্তাহ পরে ওই অভিযুক্তই দলের পতাকা নিয়ে ঘুরবেন।

বন্দেভারত এক্সপ্রেসের যাত্রীদের বিক্ষোভে উত্তেজনা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: গুয়াহাটিগামী বন্দেভারত এক্সপ্রেসের যাত্রীদের হয়রানির অভিযোগে শুক্রবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ট্রেন নির্ধারিত সময়ের প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে ছাড়ায় যাত্রীরা সমস্যায় পড়েন এবং রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন। বন্দেভারত এক্সপ্রেসের নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গুয়াহাটি ছাড়ার নির্ধারিত সময় ছিল সকাল ৬টা ১০ মিনিট। কিন্তু ট্রেনটি প্রায় সাড়ে ৯টায় ছাড়ে, যা যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়। ট্রেন দেরির কারণ জানতে চাইলে রেল আধিকারিকদের পক্ষ থেকে কোনও সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় যাত্রীরা রেল কর্তৃপক্ষকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যাত্রীদের বাকবিতণ্ডা ও উত্তেজনার পরিস্থিতি দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে। পরে জানানো হয়, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ট্রেনটি ছাড়তে দেরি হয়। অবশেষে আড়াই ঘণ্টার বিলম্বে বন্দেভারত এক্সপ্রেস যাত্রী নিয়ে গুয়াহাটির উদ্দেশে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হয়।

এই ঘটনার ফলে স্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি হয়, যা যাত্রীদের মধ্যে চরম অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বালি চুরি, আটক ট্রাক্টর ও ডাম্পার-গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগরের মহানন্দা নদী থেকে দিনের আলোতে বালি চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার একজন। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জাতীয় সড়কে নাকা তল্লাশি অভিযান চালায় বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ। সেই সময় একটি বালিবোঝাই ট্রাক্টর আটক করা হয়। বালির বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় চালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত ট্রাক্টর চালকের নাম মিনারেল আহমেদ। পাশাপাশি একটি বালিবোঝাই ডাম্পারও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এদিন পুলিশ দেখেই ডাম্পার ছেড়ে পালায় চালক।ধৃত ট্রাক্টর চালককে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে, বালিবোঝাই ট্রাক্টর ও ডাম্পারটিকে বাজেয়াপ্ত করে গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

পুরসভায় ঢুকে ইনচার্জকে হেনস্থা', কর্মীদের গুলি মেরে গাছে ঝোলানোর হুমকি তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবার 'বাহুবলী' তৃণমূল নেতার খোঁজ মিলল বাঁকুড়া শহরে। পুরসভার আলো বিভাগে ঢুকে কর্মীদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ইনচার্জ অজয় দেকে 'শারীরিক হেনস্থা' ও অন্যান্য কর্মীদের 'গুলি করে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া'র হুমকি দিলেন পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পিঙ্কি চক্রবর্তীর স্বামী বাপি চক্রবর্তী। এই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল থেকে কাজ বন্ধ রেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা অভিযুক্ত বাপি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে 'কড়া ব্যবস্থা' নেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন। এমনকি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত কর্মীরা 'কর্মবিরতি' চালিয়ে যাবেন বলেও জানিয়েছেন।

বাঁকুড়া পুরসভার আলো বিভাগের ইনচার্জ অজয় কুমার দের দাবি, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামী বাপি চক্রবর্তী ও তাঁর দলবল অফিসে ঢুকে অবাধে হামলা চালান। ফাইল-খাতা ছোঁড়াছুঁড়ির পাশাপাশি কর্মীদেরও হুমকি দেন বলে অভিযোগ। ওই বিভাগের কর্মীদের দাবি, এর আগেও একাধিকবার বাপি চক্রবর্তী হুমকি দিয়েছেন, তখন বিষয়টি পাত্তা না দিলেও, এখন অফিসে ঢুকে হামলা চালানোর পাশাপাশি মেরে ঝুলিয়ে দেওয়ার কথা বলেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের সিআইসি অভিজিৎ দত্ত এবিষয়ে বলেন, কাউন্সিলর পিঙ্কি চক্রবর্তীর স্বামী যা করেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়, বিষয়টি পুরপ্রধানকে তিনি জানিয়েছেন বলে জানান।

ব্যবসায়ীকে গুলির অভিযোগে পরকীয়ার তথ্য, ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পিফায় ব্যবসায়ী শাহাজাহান শেখকে গুলি চালানোর অভিযোগে মূল অভিযুক্ত সাইফুদ্দিন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করল বসিরহাট থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে ব্যবসায়ীর স্ত্রীর পরকীয়ার তথ্য সামনে এসেছে। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ অভিযুক্ত সাইফুদ্দিন মোল্লাকে ভেবিয়ার করণদিয়া গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করেছে। শুক্রবার পুলিশ অভিযুক্তকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। তবে মূল অভিযুক্ত রিয়াজুল মোল্লা পলাতক, তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী শাহজাহন শেখের স্ত্রীর সঙ্গে ভেবিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য রিয়াজুল মোল্লার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। বেশ কিছুদিন আগে শাহাজাহান শেখ এই রিয়াজুল মোল্লাকে বাড়িতে আসতে বারণ করেছিল। সে কারণেই রিয়াজুল মোল্লা, তার ভাই সাইফুদ্দিন মোল্লাকে দিয়ে গুলি করে শাহাজাহান শেখকে খুন করার চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ। রাতেই পুলিশ সাইফুদ্দিন মোল্লকে গ্রেপ্তার করেছে। ব্যবসায়ীকে খুনের চেষ্টার পিছনে তার স্ত্রীর ষড়যন্ত্র আছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্ত্রীর পরকীয়ার কারণে স্বামীকে খুনের চেষ্টার বিষয়টি সামনে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কেন্দ্রীয় সংস্থার হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত মেডিক্যাল কলেজের পাশে সরকারি আবাসনে কেন্দ্রীয় সংস্থার হানা। সূত্র মারফত খবর রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় এদিন সকাল থেকেই রাজ্যের আট জায়গায় কেন্দ্রীয় সংস্থার তল্লাশি চলছে। আনুমানিক সকাল সাতটায় কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রতিনিধি আসে। সূত্র, সরকারি আবাসনের সি৮/৭ ব্লকে তল্লাশি অভিযান শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আবাসনের চত্বরে কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরে রাখে। কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি বলে জানা যায়। সন্ধে ৭.২৩ মিনিটে কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরা তল্লাশি শেষ করে বেরিয়ে যান।

আদিবাসী কুড়মি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আগামী দিনের দলীয় কর্মসূচি নিয়ে শুক্রবার ঝাড়গ্রাম শহরের একটি বেসরকারি অতিথিশালায় আয়োজিত হল আদিবাসী কুড়মি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। জানা গেছে, এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা ও বাঁকুড়া জেলার দলীয় নেতৃত্বদের নিয়ে আয়োজিত হয় এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। মূলত আগামী দিনের দলীয় কর্মসূচি ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি তরুণ মাহাতো, বাঁকুড়ার জেলা সভাপতি ফুলচাঁদ মাহাত সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

বনগাঁ পৌরসভা
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞান অর্থে জানানো হচ্ছে যে আগামী **১৩.০৯.২০২৪** তারিখে পৌরসভার ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষায় খসড়া প্রকাশিত (Draft Publication) হল। খসড়া তালিকার একটি প্রতিলিপি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে বনগাঁ পৌরসভায় এবং সকল ওয়ার্ড অফিসের কার্যালয়ে নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত করা হল। দাবি এবং আপত্তি গ্রহণের তারিখ **১৩.০৯.২০২৪** থেকে **২০.০৯.২০২৪** পর্যন্ত। খসড়া তালিকার একটি প্রতিলিপি সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত করা হলো।

স্বা/- **কার্যনির্বাহী আধিকারিক**
বনগাঁ পৌরসভা

বিজ্ঞপ্তি
Memo No.: KDH(M)/1668/24
Date: 13.09.2024

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, গত ০২.০৯.২০২৪ থেকে **১০.০৯.২০২৪** পর্যন্ত খড়দহ পৌরসভার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চালানো হইয়াছে এবং গত **০৫.০৯.২০২৪** থেকে **১০.০৯.২০২৪** পর্যন্ত ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জারদের স্বেচ্ছা ঘোষনা শিবির আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত ঘোষিত দিনগুলির মধ্যে সমীক্ষার কাজ চলাকালীন কোন ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জারের হদিশ পাওয়া যায় নি এবং কোনো ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার স্বেচ্ছা ঘোষনা শিবিরে আসিয়া তাদের নাম নথিভূক্ত করেন নি। এতদসত্ত্বেও যদি কোনো ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার তাহাদের দাবী বা অভিযোগ এবং নাম নথিভূক্ত করার আগ্রহ দেখান তাহা হইলে **১৩.০৯.২০২৪** থেকে **২০.০৯.২০২৪** পর্যন্ত এর মধ্যে পৌরসভার জনস্বাস্থ্য বিভাগে যোগাযোগ করার আবেদন জানানো যাইতেছে।

স্বা/- **কার্যনির্বাহী অধিকারিক**
খড়দহ পৌরসভা, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা

দমদম পৌরসভা
৪৪, ড. শৈলেন দাস সরণী, কলকাতা - ৭০০০২৮

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ১৩.০৯.২০২৪ তারিখে ম্যানুয়েল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার খসড়া রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্ট যাচাই করতে আগ্রহী ব্যক্তিগণ পৌরসভা অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন ১৮.০৯.২০২৪ পর্যন্ত, সকাল ১১টা থেকে ৪ ঘটিকা পর্যন্ত।

কার্যনির্বাহী আধিকারিক
দমদম পৌরসভা

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
দূরভাষ: (+৯১ ৩৩) ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্স: (+৯১ ৩৩) ২৬৪১ ২২১৪/৫৮৪৬/৫২১৮
আমাদের দেখুন : myhmc.in

বিজ্ঞপ্তি
বিষয় ম্যানুয়েল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত খসড়া তালিকা

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, বিগত ০২.০৯.২০২৪ থেকে ০৫.০৯.২০২৪ পর্যন্ত হাওড়া পৌর নিগমে [illegible] স্বেচ্ছা ঘোষণা শিবির (Self Declaration Camp) আয়োজিত হলেও নির্দ্ধারিত সময় ও দিনে সেখানে কোনও ব্যক্তি উপস্থিত হননি সংশ্লিষ্ট ফর্মটি পূরণ করার জন্য।

এর পরিপ্রেক্ষিতে হাওড়া পৌর নিগম এলাকায় উক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে কোনো ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার এবং ইনস্যানিটারি ল্যাট্রিন পাওয়া না যাওয়ায় খসড়া তালিকাটি শূন্য (NIL) বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। এই সমীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কোনো আপত্তি থেকে থাকে, তাহলে সেটি আগামী ২০/০৯/২০২৪ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে হাওড়া পৌর নিগমের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ে বা নিকটবর্তী বরো কার্য্যালয়ে লিখিতভাবে জমা দিতে হবে। উক্ত সময়কালে কোনো আপত্তি না পাওয়া গেলে বর্তমান খসড়া তালিকাটি চূড়ান্ত বলে গণ্য করে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

কমিশনার,
৬০ (৩) /২৪-২৫ ১৩/০৯/২৪ হাওড়া পৌর নিগম

পূর্ব খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী **১৩.০৯.২০২৪** তারিখে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার খসড়া প্রকাশিত (draft publication) হইল। দাবি এবং আপত্তি (claim objection) গ্রহণ এর তারিখ **১৩.০৯.২০২৪ থেকে** ২০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত।

ক্রম নং.	নাম	ঠিকানা	বাড়ির নং	শৌচাগারের প্রকল্প
	নেই	নেই	নেই	নেই

এই উপলক্ষে নিম্নের সারণী অনুযায়ী দাবি এবং আপত্তি গ্রহণের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

তারিখ	স্থান	সময়
১৩.০৯.২০২৪ থেকে ২০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত	পঞ্চায়েত ভবন	দুপুর ২ ঘটিকা

বিশদে জানবার জন্য নিকটবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।
স্বা/- **সচিব**
পূব খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ইদায়ার জিঙ্ক লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর U27204WB2000PLC091214
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩৭/২, চিনার পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাট মেইন রোড, পো. হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৫৭ টেলিফোন +৯১ ৯৯৩০২৮৯৯৮৩
কর্পোরেট অফিস : মার্কেন্টাইল চেম্বারস, ১২, জে.এন. হেরেদিয়া মার্গ, বালার্ড এস্টেট, মুম্বই : ৪০০০০১ টেলিফোন : ০২২-৪১২৬৩০০০/০১/০২
ইমেল আইডি : greenpanelllp@gmail.com

চব্বিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা-রিমোট ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে **ইদায়ার জিঙ্ক লিমিটেডের** সদস্যদের চব্বিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") মাধ্যমে সোমবার ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.০০টায় অনুষ্ঠিত হবে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি এবং ০৮/০৪/২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩/০৪/২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ০৫/০৫/২০২০ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩/০১/২০২১ এবং ০২/২০২২ তারিখ ০৫/০৫/২০২২ এবং ২৮/১২/২০২২ এর কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা হয়েছে এজিএম আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা ব্যবসা [illegible]

স্থান : মুম্বই
তারিখ : ০৭.০৯.২০২৪
ইদায়ার জিঙ্ক লিমিটেডের এর পক্ষে
স্বা/-
মহ. বিসমিথ আলিকাল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিএফও
ডিন : ০৮২৭১৭০

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank / ALLAHABAD)
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়
ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শ্রী অসীম দাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা-প্রয়াত ভদ্রেশ্বর দাস, গ্রাম- মধুবাটি, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, পঃবঃ - ৭১২৪০৯ **শাখা- বারুইপাড়া মেইন**	২৮.০৫.২০২৪ এবং ১২.০৯.২০২৪	**১১,০৯,৯৪৭/- টাকা** (এগারো লক্ষ নয় হাজার নয়শো সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) ২৮.০৫.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ২৯.০৫.২০২৪ থেকে আরও সুদ বহন করে সম্মত হারে	মৌজা- রতনপুর, জেএল নং ৪৯, আরএস দাগ নং- ৫৭৫, এলআর দাগ নং ৫৭৫ (পি), এলআর খতিয়ান নং ৪৩৪, ৪১৩, ৬৮৯ বসুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা - সিঙ্গুর, জেলা , হুগলী এ অবস্থিত কমবেশি ৬ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ডিড নং ৬০৮ সাল- ২০০২ তারিখ- ২৬.০২.২০০২, বই নং- আই, ভলিউম নং. ৯, পৃষ্ঠা থেকে অসীম দাস ওরফে অসীম কুমার দাসের নামে এডিএসআর সিঙ্গুরে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর**- অসীম দাসের সম্পত্তি দ্বারা, **দক্ষিণ**- রাস্তা দ্বারা, **পূর্ব**- দাগ নং ৫৭৫(পি) লট বি এর সম্পত্তি দ্বারা, **পশ্চিম**- সন্তোষ ঘোষের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ- ১২.০৯.২০২৪, স্থান- রতনপুর স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank / ALLAHABAD)
দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শাখা
গ্রাম এবং পোস্ট- দক্ষিণ বিষ্ণুপুর
থানা - মন্দির বাজার
জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩ ৩৯৫

বন্ধক রাখা গয়না নিলামের পরামর্শ দেওয়ার জন্য ঋণগ্রহীতার জন্য নোটিশ

তারিখ: ১৩.০৯.২০২৪

প্রতি,
জনাব জহির উদ্দিন সেখ, পিতা- নবাব আলী সেখ, মাধাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩ ৩৪৯ (পঃবঃ)।
প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয়: আপনার ১৩,৮০০.০০ টাকার জন্য জুয়েল লোন অ্যাকাউন্ট নং ৫০৪৬৬২২৫১৩৮ তারিখ ০৩.১১.২০১৮।
আমরা ২০.০৮.২০২৪ তারিখের আমাদের পূর্ববর্তী চিঠিটি উল্লেখ করছি যাতে আপনাকে আপনার উপরে উল্লিখিত জুয়েল লোন অ্যাকাউন্টে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।
আপনার কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় আমরা দুঃখিত।
আমরা আপনাকে আরও পরামর্শ দিচ্ছি দায় এবং অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিগুলি মুক্ত করতে ২৬.০৯.২০২৪ তারিখে বা তার আগে যা ব্যর্থ হলে উক্ত সিকিউরিটিগুলি ২৭.০৯.২০২৪ তারিখে বা তার পরে অন্য কোন সুবিধাজনক তারিখে ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের প্রেমিসেসে আপনার খরচে সর্বজনীন নিলামের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের দ্বারা পরবর্তী নোটিশ ছাড়াই নিলাম করা হবে।
উপরন্তু, আপনি এই বিষয়ে ব্যয় এবং খরচের জন্য দায়ী হবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
তারিখ: ১৩.০৯.২০২৪ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা
এম.জি. রোড বজবজ শাখা
৫২৫, এম.জি. রোড, বজবজ, কলকাতা-৭০০ ১৩৭
ইমেইল: dbbudg@bankofbaroda.com
পরিশিষ্ট ৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং. ৮১৩০০৫০০০০০০২৪ (সিসি) এইচওয়াইপিও এবং ৮১৩০০৬০০০০০০৩২ (হাউজিং লোন)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বজবজ এম.জি. রোড শাখা, ঠিকানা: ৫২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, বজবজ, কলকাতা-৭০০ ১৩৭** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১২.০৭.২০২৪** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল কেবিনেট স্বত্বাধিকারী: শচীন্দ্রনাথ সূত্রধর পিতা- সুশীল চন্দ্র সূত্রধর ঠিকানা: উত্তর জগতলা, পোস্ট ও থানা- মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৪১** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **১০,৪৭,৬০২.০৮ টাকা (দশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শো দুই টাকা এবং আট পয়সা মাত্র) ৩১.০৮.২০১৬ অনুযায়ী** তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ সহ খরচ, চার্জ এবং অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত খরচ সহ বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ বন্ধকদাতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১০,৪৭,৬০২.০৮ টাকা (দশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শো দুই টাকা এবং আট পয়সা মাত্র) ৩১.০৮.২০১৬ অনুযায়ী** তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ সহ খরচ, চার্জ এবং অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত খরচ সহ বকেয়া টাকা **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বজবজ এম.জি. রোড শাখা**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
মৌজা- জগতলা গ্রাম, খতিয়ান নং ৩৪৬, দাগ নং ৩৭১, জেএল নং ১৭, আরএস নং-৫৮, তৌজি নং ৬৬, থানা- মহেশতলা, এডিএসআরও বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলায়, মহেশতলা পৌরসভার সীমার অধীনে অবস্থিত কমবেশি ১ কাঠা পরিমাপের বাস্তু ডাঙ্গা জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা এখানে উল্লিখিত সম্পত্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে**- জীবন মুখার্জীর জমি; **দক্ষিণে**- বজবজ রোড; **পূর্বে**- দিলীপ ব্যানার্জির জমি; **পশ্চিমে**- নারায়ণ চন্দ্র গাঙ্গুলীর কারখানা দ্বারা।
শচীন্দ্রনাথ সূত্রধরের নামে সম্পত্তিটি আছে।

তারিখ: ১৩.০৯.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: বজবজ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

হাওড়া ও গয়া এবং হাওড়া ও ভাগলপুরের মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস-এর প্রবর্তন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ১৫.০৯.২০২৪ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দুটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস অর্থাৎ ২২৩০৩/২২৩০৪ হাওড়া-গয়া-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং ২২৩০৯/২২৩১০ হাওড়া-ভাগলপুর-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের শুভ উদ্বোধন করবেন।

হাওড়া-গয়া-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস
উদ্বোধনী যাত্রা
[illegible]

নিয়মিত পরিষেবা
[illegible]

হাওড়া-ভাগলপুর-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস
উদ্বোধনী যাত্রা
[illegible]

নিয়মিত পরিষেবা
[illegible]

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
@EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সরকারি হাসপাতালে রোগী হয়রানি, চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ফের সরকারি হাসপাতালে রোগীর হয়রানির শিকার, চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার অভিযোগ। এবার সেই অভিযোগ উঠল বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের বিরুদ্ধে। রোগী ও রোগীর পরিবারকে হাসপাতাল থেকে বের করে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে ডাক্তারের বিরুদ্ধে। পরিবারের দাবি যেখানে ডাক্তারদের নিরাপত্তার জন্য বাংলা তথা দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ডাক্তাদের এহেন দুর্ব্যবহারের বিচার চাই। বিচারের দাবিতে বারাসাত থানা ও হাসপাতালে সুপারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে রোগীর মা জানিয়েছেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত ময়না জয়পুরের বাসিন্দা আমজেদ আলির কয়েকদিন ধরেই পেটের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। দোকান থাকে ওষুধ খেয়েই চলছিল। বৃহস্পতিবার রাত থেকে হঠাৎ করে পেটের যন্ত্রণা বেড়ে যায়। অসহ্য যন্ত্রণায় রাত নটা নাগাদ বারাসাত সরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসে পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। সেখানে চিকিৎসকরা দুর্ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। বারবার অনুরোধ করা হলেও তাকে হাসপাতালে ভর্তি নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ। এমনকী, স্ট্রেচার না পেয়ে কোলে করেই প্রতিবেশীরা ইমার্জেন্সির সামনে নিয়ে যায় রোগীকে। তারপরেও চিকিৎসা দিতে নারাজ ইমার্জেন্সিতে কর্তব্যরত চিকিৎসক। শুধু তাই নয় আরও অভিযোগ কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই যুবকের প্রতিবেশীদের অকথ্য ভাষায় কথা বলেন। এরপর তারা বাধ্য হয়ে সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগীকে ফিরিয়ে নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় বারাসাতের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করে ওই যুবককে। বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাকা কর্তব্যরত ইমার্জেন্সি চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বারাসাত থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের অসুস্থ যুবকের মা রহিমা বিবি। তিনি বলেন, আমার স্বামী নেই, ছেলে ভ্যান চালিয়ে সংসার চালায়। আমরা নার্সিংহোমে ছেলের চিকিৎসা কি করে করাব? টাকা কোথায় পাব? তার দাবি কর্তব্যরত চিকিৎসক ও ইমার্জেন্সি ডিউটিরত অফিসার যে দুর্ব্যবহার তাদের সঙ্গে করেছে তার জন্য যথাযোগ্য আইনি ব্যবস্থা নিয়ে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। একদিকে আরজি করে ঘটনার পর জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি চালাচ্ছেন, আর অপরদিকে সরকারি হাসপাতালে এসে হয়রানির শিকার হচ্ছেন রোগীরা। এর বিচার কে করবে?

এআইডিএসও-এর ছাত্র নেতাকে মারধরের অভিযোগ

পাল্টা অভিযোগ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আরজি কর কাণ্ডের বিষয়ে কলেজ পড়ুয়াদের মতামত সংগ্রহ করাকে কেন্দ্র করে ছাত্র নেতাকে মারধরের অভিযোগ। অভিযোগের তীর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দিকে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে। পুরো বিষয়টির খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে। জানা গিয়েছে, আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের খুনের ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা হচ্ছিল এআইডিএসও-এর তরফে। বালুরঘাট কলেজের মূল গেটের সামনেই চলছিল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহের কাজ। অভিযোগ সেই সময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা তাদের ওপরে চড়াও হয়। এআইডিএসও- এর ছাত্র নেতাদের মারধর করা হয়। ছিঁড়ে দেওয়া হয় তাদের জামা কাপড় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

এ বিষয়ে এআইডিএসও-এর জেলা কনভেনার তড়িৎ বসাক জানান, ' আমাদের বালুরঘাট কলেজ গেটের আরজি করের ঘটনার বিষয়ে ক্যাম্পেইন চলছিল। সারা রাজ্যজুড়ে মেয়েরা যেভাবে নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে সেই বিষয়ে আমাদের ক্যাম্পেইন চলছিল। সেই সময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে আমাদের উপরে আক্রমণ করা হয়। আমাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়। যারা যারা আমাদের ওপরে এই ধরনের অত্যাচার চালিয়েছে তাদেরও অবিলম্বে শাস্তি দেওয়া জরুরি।'

এ বিষয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে দেবজ্যোতি দে জানান, 'আমরা চাই শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ চলুক। কিন্তু উনারা একটি স্লিপে মতামত নেওয়ার পাশাপাশি ৫০ টাকা করে নিচ্ছিল। আমরা জানতে চেয়েছিলাম ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে কেন অর্থ সংগ্রহ করছে। এই কথাটি জানতে চাইলে তারাই আমাদের উপরে চড়াও হয়।'

রাস্তার ধুলোয় অসুস্থ হয়ে পড়ছে স্থানীয় মানুষ, ক্ষোভ আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাস্তায় উড়ছে ধুলো। অসুস্থ হয়ে পড়ছে পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্র ছাত্রীরা। উদাসীন প্রশাসন। ঘটনা খানাকুলের দিগরুইঘাট রোড। প্রশাসন চোখ বুজে থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এলাকার বিশিষ্টজনেরা ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে পোস্ট করতে শুরু করেছে। যদি খুব তাড়াতাড়ি রাস্তার কাজ শুরু না হয় তাহলে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন পুজোর আগে রাস্তার খানাখন্দ না সারালে বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর অন্যদিকে বিগত কয়েক মাস ধরে রাস্তার পিচ উঠে, রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। উদাসীন প্রশাসন। ধুলোর রাজ্যে জীবন ওষ্ঠাগত এলাকার মানুষের। খানাকুল দিগরুইঘাট বাস রাস্তার বিশেষ করে মাঝপুর থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত ভয়ংকর

পরিস্থিতি। রাস্তা সারাইয়ের নাম করে পিচ তুলে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা খুঁড়ে দেওয়ার পর গত নির্বাচনের বহু আগে থেকে দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ। সব সময় প্রচন্ড ধুলো উড়ছে। অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এলাকার দোকানদার থেকে সাধারণ মানুষ। দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রশাসনের কাছে বারবার অনুরোধ জানিয়েও কোনো সুফল পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে আরামবাগ বিশিষ্ট আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ দেবাশিস শেঠ বলেন, এই রাস্তা দেখে এদেশে কোনো সরকার আছে বলেই মনে হচ্ছে না। দ্রুত রাস্তা সংস্কার না হলে ওই এলাকার মানুষ শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করবে। বহু মানুষ এক সঙ্গে আক্রান্ত হলে প্রশাসন সামলাতে পারবে না। খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বলেন, পূর্ত দপ্তর একটা অযোগ্য লোকের হাতে ছিল। বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে বিষয়টি জানাচ্ছি। আশা করি দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে। আরামবাগের মহকুমা শাসক সুভাষীনি ই জানান, রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর রাস্তার কাজ যাতে দ্রুত শুরু করা যায় সেই বিষয়ে কথা বলছি।

সরকারি সিল দেওয়া কলাইয়ের বীজ বিক্রির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: সরকারি সিল দেওয়া কলাইয়ের বীজ বিক্রি হচ্ছে দোকান থেকে। ঘটনার তদন্তে নেমে দোকানের মালিককে আটক করল পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা কৃষক বাজারের মধ্যে অবস্থিত জয় মা লদী বীজ ভাণ্ডারে বিক্রি হচ্ছে সরকারি সিল দেওয়া প্যাকেট কলাইয়ের বীজ। দোকানদারকে প্রশ্ন করতেই তার সাফাই আমার জানা ছিল না মহাজনের কাছ থেকে কিনেছি। দোকান থেকে সরকারি সিল দেওয়া কলাইয়ের বীজ বিক্রি হচ্ছে এই খবর পেয়ে বাগদার বিডিও প্রসূন প্রামানিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। ঘটনাস্থলে যান জয়েন্ট বিডিও ও বাগদা থানার ওসি। কলাইয়ের বীজ উদ্ধার করে আটক করা হয় দোকানের মালিক প্রদীপ বিশ্বাসকে এবং এই বিষয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসনের তরফ থেকে। এই বিষয়ে বাগদার বিডিও প্রসূন প্রামানিক জানিয়েছেন, আমরা অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। এই বিষয়ে বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সানজিৎ সরদার জানিয়েছেন আমরাও খবরটা পেয়েছি যদি এই ধরনের ঘটনা হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এই ধরনের কাজ চলছে। যারা এই ধরনের কাজ করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

শিক্ষকদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: গোপীবল্লভপুর পশ্চিম সার্কেলে শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান পালনকে সামনে রেখে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর পশ্চিম সার্কেলের সরকারি শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরের পাঁচকাহানীয়াতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

জানা গিয়েছে, রক্ত সংগ্রহ করে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান জয়দীপ হোতা, শিক্ষক নেতা স্বপন পাত্র, দীপক বাড়ি সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিন গোপীবল্লভপুর পশ্চিম সার্কেলের মোট ৪৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরে এসে রক্তদান করেন। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঝাড়গ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান জয়দীপ হোতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে এবং রক্তদান করেছেন যাঁরা তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, রক্তদান মহৎ দান, রক্তদান এর বিকল্প অন্য কিছুই হতে পারে না। তাই সবাইকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। এছাড়াও শিক্ষক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার জন্য তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

পরকীয়ায় বাধা, স্বামীকে খুন করল স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্ত্রীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করেছিলেন স্বামী। আর তারই প্রতিশোধ নিতে পথের কাঁটা স্বামীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মালিওর এলাকায়। মৃতের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসতেই স্ত্রীর এমন ঘটনার পর্দা ফাঁস হতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরে। অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার ধৃত ওই মহিলাকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৪ অগস্ট হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত মালিওর এলাকার বাসিন্দা সুফল সাহার (৩৭) মৃতদেহ উদ্ধার হয় তার বাড়ি থেকে। তার স্ত্রী আশা সাহা দাবি করেন কলের পাড়ে পড়ে গিয়ে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মৃতদেহ দেখে পুলিশের মনে খটকা বাঁধে। তাই অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটি মামলা রুজু করে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। সেই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে আসতেই স্ত্রীর মিথ্যাচারের পর্দা ফাঁস করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে সুফলবাবুকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। সুফলের পরিবারের লোকেরাও জানত তার স্ত্রীর পরকীয়া এবং তাদের ঝগড়া-বিবাদের কথা। আশা

সাহার বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুরে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে সুফলের দাদা জ্যোতিষ সাহা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার রাতে আশাকে গ্রেপ্তার করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে শুক্রবার অভিযুক্তকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশের অনুমান, একা ওই মহিলার পক্ষে তার স্বামীকে খুন করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে তার সেই প্রেমিক বা আরো কেউ যুক্ত থাকতে পারে। সে জন্যই জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ সমস্তটা খতিয়ে দেখতে চাইছে।

ইংরেজবাজারে প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম এলাকায় প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হল। শুক্রবার দুপুরে কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর এলাকায় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় নবনির্মিত প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়।

সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নূর , সংশ্লিষ্ট এলাকার মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য প্রতিভা সিংহ প্রমুখ। এদিন জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় নির্বাচনী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জেলাপরিষদের সভাধিপতি ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকা থেকে বর্জ্য হিসাবে প্লাস্টিক সংগ্রহের জন্য দু'টি তিন চাকার ভ্যান প্রদান করা হয়।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় প্রতিটি গ্রামীণ এলাকায় প্লাস্টিক বর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেই মতো এদিন ইংরেজবাজার ব্লকের শ্রীরামপুর এলাকায় প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের উদ্বোধন করা হল। এর ফলে যত্রতত্র প্লাস্টিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থেকেই নির্দিষ্ট কর্মীদের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ হিসেবে সেগুলি সংগ্রহ করা হবে। পরবর্তীতে সেগুলি এই প্লাস্টিক

ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমেই নষ্ট করা হবে। এতে করে পরিবেশ দূষণ রোধ অনেকটাই ঠেকানো সম্ভব।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর বলেন, যে কোনও কিছু বর্জ্য পদার্থ মাটিতে মিশলে অতি সহজেই পচনশীল হয়ে যায়। কিন্তু প্লাস্টিক এমন একটা ক্ষতিকারক জিনিস যা সহজেই মাটিতে পুঁতে দিলেও বর্জ্য পদার্থ হিসেবে পরিণত হতে বহু সময় লাগে। এক্ষেত্রে প্রশাসন প্লাস্টিকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার প্লাস্টিক নষ্ট করার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিট গড়ে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করছে। শ্রীরামপুর এলাকায় এদিন প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের উদ্বোধন করা হয়েছে এলাকার অব্যবহৃত হওয়া প্লাস্টিক সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের কর্মীরা সংগ্রহ করার পর পরবর্তীতে এই প্রকল্পের মাধ্যমেই নষ্ট করা হবে।

প্রত্যাখ্যান পুজোর অনুদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: অভয়া কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে দুর্গাপুজোর সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করলেন উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের একটি পুজো কমিটি। বিগত বছরগুলিতে তারা পুজোর সরকারি অনুদান গ্রহণ করলেও এ বছর আরজি করের নিশংস ঘটনার বিচার চেয়ে সরকারি এই অনুদানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন অশোকনগরের দোগাছিয়া এলাকার বাবা পঞ্চানন দুর্গোৎসব কমিটির তরফে সরকারি অনুদান না নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মহিলারাও। এলাকায় তারা অভয়া কাণ্ড নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে আগে একাধিকবার সামিল হয়েছেন আর এবার পুজোর অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত তারা অনড় রইলেন শুক্রবার অশোকনগর থানাতে লিখিতভাবে সে কথা জানিয়ে এসেছেন পুজো কমিটির কর্তারা।

৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে মরণফাঁদ। চিনপায়ের কাছে বক্রেশ্বর নদীর উপর ব্রিজে রাস্তা খারাপ থাকায় উল্টে যায় মালবাহী চায়না ভ্যান।

সিউড়ি বোলপুর রাস্তায় বেপরোয়া গাড়ি চালানোয় দুর্ঘটনা। পাথর বোঝাই ডাম্পার উল্টে গেল সিউড়ি বোলপুর রাস্তায়।

রেল লাইনের ধার থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রেললাইন পার করতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটে রানিগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে কিছুটি দূরে ডাউন মেন লাইনে। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা ও তাঁর বাড়ির সদস্যরা জানান, রানিগঞ্জের ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্নপূর্ণার লেন কীর্তনীয়া পাড়ার বাসিন্দা বছর ১৯ এর তারক বাউরি অন্যান্য দিনের মতোই এ দিনও রানিগঞ্জের বড় বাজারে বাসন দোকানে কাজ করতে বেরিয়েছিল সকাল ন'টা নাগাদ বলে জানা যায়। এরপর আর তার কোনও খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি, পরে এদিন দুপুর নাগাদ কীর্তনীয়া পাড়া এলাকার ছেলেরা অশোক পল্লি যুবসমাজ ফুটবল ময়দানে ফুটবল খেলতে গিয়ে জানতে পারে রেললাইনে এক জন কাটা পড়েছে। আর এই খবর পেয়ে দ্রুত তারা রেললাইনের কাছে গিয়ে লক্ষ্য করে যে রেল লাইনে কাটা পড়া ওই যুবক আর কেউই নয় তাদের পাড়ার তারক বাউরি। এরপরই তাদের বাড়ির পরিবার-পরিজনদের খবর দেওয়া হলে বাড়ির পরিজন ও পাড়া-প্রতিবেশী রেললাইনের কাছে পৌঁছয়। পরে তাঁর বাড়ির সদস্যরাও দেহটি তারক বাউরির বলেই সনাক্ত করে।

স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, তারক বাউরি সম্ভবত এই অশোকপল্লি থেকে কীর্তনীয়া পাড়া রেললাইন পারাপার করে যাচ্ছিল আর সেই সময়ই ডাউন মেন লাইনে কোন ট্রেন চলে আসায় তারই আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় তার দেহ। এ সময় রেল পুলিশ দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠাবে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই মৃত্যু কি নিছক দুর্ঘটনা, না অন্য কিছু ময়নাতদন্তের পরই তা জানা যাবে।

গ্রেপ্তার মোজামপুর এলাকার ত্রাস আসাদুল্লাহ বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রকাশ্যে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় কালিয়াচকের মোজামপুর এলাকার ত্রাস আসাদুল্লাহ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে, দিল্লির একটি গোপনডেরা থেকে অভিযুক্ত আসাদুল্লাহ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। দিল্লি পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে মালদার কালিয়াচক থানার পুলিশ অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৮ অগস্ট পুরনো একটি বিবাদকে ঘিরে প্রকাশ্য রাস্তায় মোজামপুরে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পর কালিয়াচক থানার পুলিশ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদেরকে আদালতের মাধ্যমে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পরই আসাদুল্লাহ বিশ্বাসের নাম উঠেছে। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকেই গত একমাস ধরে গা ঢাকা দিয়েছিল অভিযুক্ত আসাদুল্লাহ বিশ্বাস। বিভিন্ন সূত্র ধরে পুলিশ জানতে পারে, দিল্লির একটি শহরে আশ্রয় নিয়ে রয়েছে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি। এরপরই কালিয়াচক থানার পুলিশের একটি বিশেষ টিম দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। শুক্রবার বিকেলে এ প্রসঙ্গে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। তিনি বলেন, ধৃতের বিরুদ্ধে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, ব্রাউন সুগার সহ বেশ কিছু মামলাও রুজু করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার মাছের বাজারগুলির মধ্যে ঝাড়গ্রাম শহরের পর শিলদার মাছের বাজার রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। এখানে প্রায় ৩২ জন ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবসায়ী মাছ বিক্রি করেন। তার মধ্যে কয়েকজন জলাশয়ে মাছ চাষও করে থাকেন।

মাছের বাজার যেদিন ভালো থাকে সেদিন সব মাছ বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু মন্দা বাজার থাকলে সংগৃহীত মাছের অনেকটাই বিক্রি হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবসায়ীদের ফ্রিজ বা বরফ দিয়ে মাছগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখার সামর্থ্য না থাকায় মাছগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষতির মুখে পড়েন মৎস্য বিক্রেতারা। তাঁদের এই সমস্যা কী ভাবে দূর করা যায় সেজন্য শুক্রবার শিলদা মাছের বাজারে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্য ফোরামের উদ্যোগে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলদা এলাকার মৎস্যজীবীরা। মাছ কী ভাবে সংরক্ষণ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন ফোরামের সদস্য যতীন্দ্রনাথ মাহাত, সৌমেন রায়, সুজয় জানা ও সমীর মুর্মু।

খানাকুলে বজ্রপাতে অসুস্থ ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বজ্রপাতে আহত বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের কুমারহাট হাই স্কুলের ঘটনা। অসুস্থ ৭জন ছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য খানাকুল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুক্রবার দুপুর থেকে আরামবাগ জুড়ে বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টির সময় ওই বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালীন হঠাৎ বিদ্যালয় চত্বরে বাজ পড়ে। আর এরপরেই অসুস্থ বোধ করতে থাকে বিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্রী। এদের মধ্যে ৭ জনকে তড়িঘড়ি খানাকুল গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার পর সকলের অবস্থাই স্থীতিশীল বলে হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে যান খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। বজ্রপাতের প্রবল আওয়াজে অসুস্থ হয়ে পড়ে অনেকেই। অসুস্থ ছাত্রীদের মধ্যে আলিফা মাসুদ, ঊষা দোলুই, সাবানা খাতুন, রসিদা পারভিন, তালহা আক্তার, শিপ্রা সিংহ রায় ও আসরিন আফরোজা এই সাতজনকে খানাকুল ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে আসা হয়। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় স্কুলেই। এই বিষয়ে খানাকুল ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা কৌশিক কীর্ত্তনীয়া বলেন, মোট সাতজন ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের চিকিৎসা করা হয়েছে। তবে মারাত্মক কিছু নয়।

মৃৎশিল্পীদের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের কাছে পদক্ষেপের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: পুজো আসে- পুজো যায়। তবু দিন বদলায় না ওদের। মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী রূপ দেওয়ার কারিগর মৃৎশিল্পীরা আজও অর্থনৈতিক সমস্যায়। এবছর আরজি কর আবহেই পুজো আসছে, পুজো আসছে গন্ধ চারিদিকে। বাঙালির এই উৎসবের দিকে সারা বছর তাকিয়ে থাকে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ। আর যে কোনও পুজো মানেই প্রতিমা। প্রতিমা মানেই মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা। কিন্তু মৃৎশিল্পীদের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকেই এগোচ্ছে বলে দাবি তাদের। রাজ্যের সংস্কৃতি ও কুটির শিল্পের জন্য রাজ্য সরকার একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করলেও, ভাতার ব্যবস্থা করলেও এখনও পর্যন্ত

মৃৎশিল্পীদের কথা ভাবাই হয়নি বলে অভিযোগ তাদের। দাবি উঠছে, মৃৎশিল্পীদের উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করুক রাজ্য সরকার।

উল্লেখ্য, এ রাজ্যে কয়েক হাজার মৃৎশিল্পীর সঙ্গে লক্ষাধিক মানুষের রুটি রুজি জড়িয়ে রয়েছে। হাওড়ার শ্যামপুর এলাকার কয়েকশো মৃৎশিল্পী তাই সরকারি পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য শ্যামপুরের মরশাল, ভরাপুরা, বড়িতলা, শীতলপুর এলাকায় বেশ কিছু মৃৎশিল্পীর স্টুডিও রয়েছে। যেখানে সারা বছর প্রতিমা তৈরি হয়। অনেকে জায়গা ভাড়া দেন স্টুডিও করার জন্য। মৃৎশিল্পীরা চাইছেন সরকার যদি স্টুডিও ভাড়াটুকুও দেয় তা হলে অনেক কাজ হয়।

বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন হাওড়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্রীধর মণ্ডল। তিনি জানিয়েছেন, শ্যামপুরের মৃৎশিল্পীদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। তবে আশায় বুক বাঁধছেন মৃৎশিল্পীরা।

ড্র দিয়ে আইএসএল যাত্রা শুরু বাগানের

দু'গোলে এগিয়েও ড্র, আইএসএলে প্রথম ম্যাচ জেতা হল না মোহনবাগানের, চিন্তা রক্ষণ নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে গোল। তাতেই নিশ্চিত তিন পয়েন্ট হাতছাড়া হল মোহনবাগানের। দু'গোলে এগিয়ে গিয়েও ঘরের মাঠে মোহনবাগান ড্র করল মুম্বই সিটির বিরুদ্ধে। খেলা শেষ হল ২-২ অমীমাংসিত অবস্থায়। দ্বিতীয়ার্ধে দু'গোল হজম করা মোহনবাগানের রক্ষণ নিয়ে চিন্তা থেকেই গেল।

প্রথমার্ধে মুম্বই রক্ষণের ভুলে দু'টি গোল করে মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে উল্টো চিত্র। দু'গোলে এগিয়েও রক্ষণের ভুলে তা ধরে রাখতে পারল না মোহনবাগান। মুম্বইয়ের কাছে গত মরসুমে আইএসএলের কাপ হারার প্রতিশোধও নেওয়া হল না। আরও এক বার যুবভারতীতে অপরাজিত মুম্বই।

প্রথম একাদশে আক্রমণ ভাগেই তিন ফুটবলারকে রেখেছিলেন কোচ হোসে মোলিনা। ফরোয়ার্ডে জেসন কামিংসের সঙ্গে রেখেছিলেন গ্রেগ স্টুয়ার্টকে। একটু পিছনে ছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। রক্ষণে রেখে ছিলেন আলবের্তো রদ্রিগেসকে। তবে উল্লেখযোগ্য হল দীপেন্দু বিশ্বাস এবং অভিষেক সূর্যবংশীর মতো ফুটবলারের উপর ভরসা রাখা।

শুরুতেই বুক কেঁপে গিয়েছিল মোহনবাগান সমর্থকদের। চার মিনিটেই মোহনবাগানের জালে বল জড়িয়ে দেয় মুম্বই। লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের থেকে পাস পেয়েছিলেন জন তোরাই। তাঁর শট বিপিন সিংহের পায়ে লেগে ঢুকে গেলেও লাইন্সম্যান পতাকা তোলেন। অফসাইডে ছিলেন বিপিন।

আট মিনিটেই এগিয়ে যায় মোহনবাগান। রক্ষণের দোষে গোল হজম করে মুম্বই। বাঁ দিক থেকে দৌড়ে এসে বক্সে বল রেখেছিলেন লিস্টন কোলাসো। সেই বল ধরতে পারেননি মুম্বই গোলকিপার ফুর্বা লাচেনপা। তা তিরির গায়ে লেগে ঢুকে যায়। কিছু ক্ষণ পরেই সমতা ফেরানোর সুযোগ পেয়েছিল মুম্বই। বিপিন পাস দিয়েছিলেন ছাংতেকে। সেখান থেকে পাস যায় কারেলিসের কাছে। ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকলেও কারেলিস গোলের বাইরে বল মারেন।

ম্যাচ যত গড়াতে থাকে ততই নিয়ন্ত্রণ নিতে থাকে মোহনবাগান। মুম্বইয়ের খেলোয়াড়দের মধ্যে দিশাহীন মনোভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল। কোনও পাসই ঠিকঠাক হচ্ছিল না। খারাপ ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন জয়েশ রানে।

২৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে মোহনবাগান। কামিংসের থেকে ডান দিকে বল পান আশিস রাই। নিখুঁত ক্রস করেছিলেন গ্রেগ স্টুয়ার্টের উদ্দেশে। স্টুয়ার্ট হেড করে বল সাজিয়ে দেন আলবের্তোকে। তিনি অনায়াসে গোল করেন। গোল শোধ করার লক্ষ্যে প্রথমার্ধেই জেরেমি মানজরোকে নামিয়ে দিয়েছিলেন মুম্বইয়ের কোচ পিটার ক্রাতকি। তবে কাজের কাজ হয়নি।

দ্বিতীয়ার্ধেও মোহনবাগানের পায়েই বল ঘোরাফেরা করছিল। তবে দুই উইং দিয়ে মুম্বইও আক্রমণ করছিল। বিপিন এবং ছাংতে ব্যস্ত রেখেছিলেন মোহনবাগান রক্ষণকে। চাপ বজায় রেখেই ৭০ মিনিটে একটি গোল শোধ করে তারা। কর্নার এসে পড়েছিল নুফলের কাছে। তিনি এবং তিরি হেড করতে উঠলেও পারেননি। বল মাটিতে পড়ার পরেই চকিতে শট মেরে শুভাশিস বসুকে এড়িয়ে গোল করেন তিরি।

এক গোল শোধ করার পরেই তেড়েফুঁড়ে ওঠে মুম্বই। সমতা ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা করতে থাকে তারা। এর মাঝেই মোলিনা তুলে নেন কামিংস এবং লিস্টনকে। আক্রমণে দু'জন যে টুকু বল রাখছিলেন মুম্বইকে, তা-ও শেষ হয়ে যায়। নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে গোল থায়ের ক্রমার। বাঁ দিকে বল পেয়ে এগিয়ে যান নুফাল। তিনি নিখুঁত পাস রাখেন ক্রমার উদ্দেশে। চলতি বলেই নিচু শটে গোল করেন ক্রমা।

কাউন্টি ক্রিকেটে ফিল্ডারদের চক্রব্যূহ, সারের বিরুদ্ধে শেষ বলে রুদ্ধশ্বাস জয় সমারসেটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে দেখা গেল অভিনব ফিল্ডিং পরিকল্পনা। ম্যাচের শেষ ওভারে জয় ছিনিয়ে নিতে সমারসেটের ক্রিকেটারেরা ঘিরে ফেললেন সারের শেষ ব্যাটারকে। এক রকম চক্রব্যূহ তৈরি করে ফেলা হয়। শেষ বলে রুদ্ধশ্বাস জয়ও ছিনিয়ে নিল তারা।

প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটারকে ফিল্ডার দিয়ে ঘিরে ফেলে জয় ছিনিয়ে নিল সমারসেট। বৃহস্পতিবার ম্যাচের শেষ ওভারে জয়ের জন্য ২ উইকেট প্রয়োজন ছিল সমারসেটের। সারের শেষ ব্যাটার জো ওভালকে শেষ ওভারে আউট করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন সমারসেটের অধিনায়ক জ্যাক লিচ। শেষ ওভারের দু'বল বাকি থাকতে দলের সব ক্রিকেটারকে ডেকে নেন ২২ গজের কাছে। ব্যাটারের চার দিকে দাঁড় করিয়ে দেন সব সতীর্থকে।

শেষ ওভারে নিজেই বল করছিলেন সমারসেট অধিনায়ক। চতুর্থ বলে লিচ আউট করেন জর্ডান ক্লার্ককে। এই উইকেট পেতেই জয়ের গন্ধ পেয়ে যান লিচ। পরের ব্যাটার ওভালকে আউট করতে তাঁকে ফিল্ডার দিয়ে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা করেন। পঞ্চম বলটি ওভাল কোনও রকমে সামলে দিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেননি চাপের মুখে। শেষ বলে এলবিডব্লিউ হয়ে যান তিনি। সমারসেটের এই অভিনব ফিল্ডিং সাজানোর ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

সমারসেটের দেওয়া ২২০ রানের জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১০৯ রানে শেষ হয়ে যায় সারের দ্বিতীয় ইনিংস। ১১১ রানে ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে টিকে থাকলেন লিচেরা।

বকেয়া ৫১১ কোটি টাকা! পুরনো ক্লাবের বিরুদ্ধে আদালতে এমবাপে?

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস সঁ জরমঁ (পিএসজি) ছেড়ে চলতি মরসুমেই রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে। পুরনো ক্লাবের থেকে এখনও বেতন বাবদ কিছু অর্থ চান। ক্লাব তা দিতে রাজি নয়। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারেন এমবাপে।

ফেব্রুয়ারি মাসে, পিএসজি-তে থাকাকালীন বড় বোনাস পাওয়ার কথা ছিল এমবাপের। পাশাপাশি বাকি রয়েছে তিন মাসের বেতনও। সেই টাকা চেয়েই পিএসজি-র কাছে আবেদন করেছিলেন এমবাপে। কিন্তু পিএসজি তা দিতে নারাজ। তাদের দাবি, গত বছর অগাস্টেই এমবাপে সেই অর্থ না নিতে রাজি হয়েছিলেন। যদিও লিখিত আকারে তা কখনও বলেননি।

রিয়ালে যোগ দেওয়ার পর এমবাপে সেই অর্থ চেয়েছেন। তিনি ফরাসি কমিশনকে চিঠি পাঠিয়ে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আবেদন করেছেন। গত বুধবার এমবাপে এবং ক্লাবের প্রতিনিধিরা প্যারিসে বৈঠকে বসেছিলেন। তাতে কোনও রফাসূত্র হয়নি। পিএসজি এমবাপের দাবি মানেনি এবং ভবিষ্যতে আইন ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকিও দিয়ে রেখেছে।

পিএসজি-র দাবি, এমবাপে ক্লাবে থাকাকালীন অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন। তাই ওই অর্থ না দিয়ে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এমবাপে এই দাবি মানতে রাজি নন। এখন দেখার, আদালতে কোন দিকে বিষয়টি গড়ায়।

ABRIDGE TENDER NOTICE
ENIT NO.-WBIW/EE/CID/eNIT-11/2024-25.

Executive Engineer, Contai Irrigation Division. invites Online eNIT notice tender for 05 (Five) No. Source of Fund **"SDS/ MAINTENANCE"** work in the District Purba Medinipur. Amount Put to Tender from Lowest Rs. - 5,78,564.00 and highest Rs. - 61,28,150.00 Requisite information's is available in the web site **www.wbiwd.gov.in,** and also in Contai (I) Division's office notice board, last date of application on **27.09.2024 up to 5.00 PM.**

(Sd/-K. Mandal)
Executive Engineer
Contai irrigation Division. I & W Dte. Contai, Purba Medinipur.

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No:-NM/PWDT/NIQ-042e/2024-2025.Tender ID:-2024_MAD_750998_1. Type of Work:-** Online Application Based Digital Survey for General Assessent of Lands and Buildings.Bid Submition Start Date:- **17-09-2024.** Bid Submition End Date:-**30-09-2024 at 5:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website, **https://wbtenders. gov.in** and also given **https://nabadwipmunicipality.in**

Sd/-
Chairman
Nabadwip Municipality

Khanakul-II Dev. Block
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER

The BDO Kh-II, **NIeT No.- 39/ BDO Kh-II/2024-25, Date: 13.09.2024. Tender ID: 2024_ ZPHD_750635_1** for ACR. Last date of bids ends on **27.09.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Dev. Officer
Khanakul-II Dev. Block

Khanakul-I Gram Panchayat
Khanakul, Hooghly
e-Tender Notice

Tenderer are invited by the undersigned for 09 nos. work Vide **NIT No : 544 & 545/Khanakul-I GP/ 15th CFC/2024** & 01 no. work Vide **NIT No : 546/Khanakul-IGP/5th SFC/2024, Dated : 13/09/2024, (e-Tender ID : 2024_ZPHD_750930, 2024_ZPHD_750940, 2024_ZPHD_750958).** Last Date of Submission of Tender Paper **23/09/2024.** Intending bidders may Contact at the office of the undersigned & also details are available in Websites: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Khanakul-I Gram Panchayat

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-10/2024-25, Sl. 1, (1st Call), WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-11/2024-25, Sl.-1, (1st Call), Date- 09.09.2024 & WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-12/ 2024-25, Sl.-1, (2nd Call), Date- 10.09.2024. Bid Submission Start Date : **10-09-2024 (NIT-10,11), 11-09-2024 (NIT-12) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **17-09-2024 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **19-09-2024 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur,
P.O- Haribhanga,
P.S & Dist-Murshidabad

NIeT. No. 06/PGP/5 th SFC/2024-25. Date of publishing: **13/09/2024 from 5.00 p.m** on **htpp://wbtenders. gov.in.** Bid downloading starts from: **13/09/2024 from 5.00 p.m.** Bid Downloading ends : **23/09/2024 up to 5.00 p.m.** Last date of Bid submission: **23/09/2024 upto 5.00 p.m.** Technical Bid opening date: **26/09/2024 at 11.00 a.m**

For details logon to **htpp:// wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur,
P.O- Haribhanga,
P.S & Dist-Murshidabad

NIeT. No. 05/PGP/15th FC/Tied/ 2024-25. Date of publishing: **13/09/2024 from 5.00 p.m** on **htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **13/09/2024 from 5.00 p.m.** Bid Downloading ends : **23/09/2024 up to 5.00 p.m.** Last date of Bid submission: **23/09/2024 upto 5.00 p.m.** Technical Bid opening date: **26/09/2024 at 11.00 a.m**

For details logon to **htpp:// wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER

The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 38/E.O. Kh-II / 2024-25, Date: 12.09.2024. Tender ID: 2024_ ZPHD_750071_1 to 10** for Submersible pump. Last date of bids ends on **21.09.2024 up to 11:00 AM. & NIeT No.- 40/E.O. Kh-II / 2024-25, Date: 13.09.2024. Tender ID: 2024_ ZPHD_750644_1 to 4** for Tube well. Last date of bids ends on **21.09.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

Babnan Gram Panchayat
Babnan, Dadpur, Hooghly
e-Tender Notice

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors vide **NIT No.: 05/ BAB/CFC/2024-25 Date: 13.09.2024.** Other details can be seen from the notice board of the undersigned GP Office & **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan,
Babnan Gram Panchayat

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT EOI NOTICE

e-EOI are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **EOI No: REV/NM/ EOI-1e/2024-25.ID:2024_ MAD_751292_1.** Last Date of receiving EOI On **27 September-2024 05:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**

Sd/-
Chairman
Nabadwip Municipality

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER

The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 41/ E.O. Kh-II / 2024-25, Date: 13.09.2024. Tender ID: 2024_ ZPHD_751068_1** for DG Set Generator. Last date of bids ends on **28.09.2024 up to 11:00 AM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

BONGAON MUNICIPALITY

1. Constructional Renovation of Swimming pool crack repair work, in ward no. 05, under Bongaon Municipality. 2. Construction of C.C. Road at Sonali math, in ward no. 13, within Bongaon Municipality. 3. Constructional renovation of Sree Chaitanya Mahapravu At front of Pather sathi, in Ward No.-08 Within Bongaon Municipality.

Tender reference: WBMAD/NIeT/48/BM/2024-25/PWD Date: 13.09.2024
Tender ID- 2024_MAD_750785_1, 2024_MAD_750785_2, 2024_MAD_750785_3

1. Bid Submission Start date – **13.09.2024** at 18:55. 2. Prebid meeting date: 1**9.09.2024** at 14:00. 3. End date: **21.09.2024** at 17:00. 4. Bid opening date: **23.09.2024** at 17:00. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

e-TENDER NOTICE

E- Tender notice invited by the prodhan Fulia Township G.P. Santipur Development Block Fulia NIT No. 8/15th FC (Tied)/FTGP/2024-25 Memo No.335/FTGP/2024 Date:12/09/2024. Last date of submission bid 20/09/2024 up to 11.00 A.M. Technical Bid Opening Date 23/09/2024 up to 11.00 A.M. more details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan, Fulia Township Gram Panchayet, Santipur Development Block, Fulia.

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No:-NM/PWDT/EOI-041e/2024-2025.Tender ID:-2024_MAD_750968_1. Type of Work:-** Supply of Swift VXI Model 4 wheelar Car Exchange with existing VOX-Wagan Polo car. Bid Submition Start Date:- **17-09-2024.** Bid Submition End Date:-**30-09-2024 at 5:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website, **https:// wbtenders. gov.in** and also given **https:// nabadwipmunicipality.in**

Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No:-NM/PWDT/EOI-040e/2024-2025.Tender ID:-2024_MAD_750884_1. Type of Work:-** Lease out for 999 Year only and Monthly rent basis the Residential cum Commercial Complex. Bid Submition Start Date:- **17-09-2024.** Bid Submition End Date:-**30-09-2024 at 5:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt.Website, **https:// wbtenders. gov.in** and also given **https:// nabadwipmunicipality.in**

Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএলএস/এসডিএএইচ/ ওটি/২৪-০০৮, তারিখ ১১.০৯.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ইএমইউ/ শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএলএস/এসডিএএইচ/ওটি/ ২৪-০০৮। কাজের নাম ঃ** টিআরএস/শিয়ালদহ-র অধীনে নারকেলডাঙ্গা, বারাসাত, রাণাঘাট, সোনারপুর কারশেড-এ ফিলিংস সহ বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী এলইডি আলো দ্বারা পুরোনো ক্ষতিগ্রস্ত আলোর ফিটিংগুলি প্রতিস্থাপন দ্বারা হাই বে লাইটের উজ্জ্বলতার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩২,২১,৪০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৬৪,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৪ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৭.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ এবং সময়ে সময়ে প্রকাশ করা সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAH-188/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

BONGAON MUNICIPALITY

A.Construction of Surface Drain at Debgarh Starting from the Jotish Howlader upto the House of Debgarh Main Road in Ward No. -12, Under Bongaon Municipality. B.Construction of Guardwall & Surface Drain & C.C. Road & R.C.C. Slab at Subashpally Starting from the house of Sunil Mondal upto the house of Abhijit Modak. In ward no-12, Within Bongaon Municipality **Tender reference – WBMAD/NIeT/49/BM/2024-25/ PWD Date: 13.09.2024. Tender ID- 2024_MAD_750911_1, 2024_ MAD_750911_2** 1. Bid Submission Start date : **13.09.2024 at 06.55 PM** 2. Prebid meeting date : **19.09.2024 at 02.00 PM 3.** End date : **30.09.2024 at 06.55 PM** 4. Bid opening date : **03.10.2024 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No.: UKM/PWD/013(e)/2024-25, dt. 13.09.2024

1. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers in ward no-08 under Uttarpara-Kotrung Municipality. 2. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm diaand 150mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers at B.M. Saha Road and Nandankanan Area in ward no-03 under Uttarpara-Kotrung Municipality. 3. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers in ward no-15 under Uttarpara-Kotrung Municipality. 4. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers in ward no-20 and 23 under Uttarpara-Kotrung Municipality.

e-Tender No.: UKM/PWD/014(e)/2024-25, dt. 13.09.2024

1. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm dia and 150mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers in ward no-05 under Uttarpara-Kotrung Municipality. 2. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm diaand 150mm diaincluding supply and installation of valves with construction of valve chambers in ward no-06 under Uttarpara-Kotrung Municipality. 3. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers in ward no-09 under Uttarpara-Kotrung Municipality.

Bid Submission Closing Date: **30/09/2024.**
For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman,
U.K. Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/308/24-25 Dated 12.09.2024	Earth Work in filling at Bibekanadanagar sector 3 & bank plot IN WARD NO-05 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,43,108 .00

Bid Submission end date: **23.09.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit
http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

DHABLAT GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Chemaguri, P.S.- Sagar Coastal,
Dist- South 24 Parganas

Memo No-334/DGP **Date-13/09/2024**

On behalf of Dhablat Grampanchayat of sagar block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide **NIT No 335 DGP 15TH CFC TIED (1 nos) & 5TH SFC 336/ DGP (4NOS)** under 15th fc TIED 1nd installment of Dhablat Gram panchayat Dated **13/09/2024**

Details are available in the website wb **tenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Dhablat Gram Panchayat

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: **NGP-05/2024-2025 Dated: 10.09.2024.** The last date for on-line submission of tender is **18.09.2024 UPTO 14.00.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender

Tender are invited through offline Bid System under Following Tender (NIT) No: **NGP-06/2024-2025 Dated: 10.09.2024.** The last date for online submission of tender is **17.09.2024 UPTO 14.00 .**

Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/307/24-25 Dated 12.09.2024	Bullah Pilling at Sonapota Green view club to Diganta school in Ward No - 05 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 9,05,326 .00
WBMAD/ULB/ RSM/310/24-25 Dated 12.09.2024	Construction of WOODEN BRIDGE at Nabigha & Sonapota Area within in ward no-05 under Rajpur Sonarpur Municipality.Length :-10+11.3=21.3M.	Rs. 5,17,918 .00

Bid Submission end date: **23.09.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/305/24-25 Dated 12.09.2024	Construction of black top road at Sardar Para to Dasani Studio Via Azar Lasker,in Ward No-34 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 20,41,278 .00
WBMAD/ULB/ RSM/306/24-25 Dated 12.09.2024	REPAIRING & RESTORATION OF ROAD AT NEW 16 ft & PURBAYAN AT WARD NO.- 21 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 16,13,855 .00
WBMAD/ULB/ RSM/309/24-25 Dated 12.09.2024	Repairing & Renovation of Bituminous road at Nabagram boys club ,Sarada Pally & Sitala Mandir in Ward no.04 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 12,54,248 .00

Bid Submission end date: **28.09.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Jagadishpurhat, Howrah
E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide Tender Reference no.:- **i) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-15/2024-25, ii)WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-16/ 2024-25, iii) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-17/2024-25, iv) WB/HOW/ BJPS/JGP/NIT-18/2024-25, v) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-19/2024-25, vi)WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-20/2024-25, vii) WB/HOW/BJPS/JGP/ NIT-21/2024-25, viii) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-22/2024-25, ix)WB/ HOW/BJPS/JGP/NIT-23/2024-25, x) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-24/ 2024-25, xi) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-25/2024-25, xii) WB/HOW/ BJPS/JGP/NIT-26/2024-25, xiii) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-27/2024-25,xiv) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-28/2024-25, xv)WB/HOW/BJPS/ JGP/NIT-29/2024-25,xvi)WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-30/2024-25, xvii) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-31/2024-25,xviii)WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-32/2024-25, Dated 13.09.2024. Sl- 1 to 18 nos. Fund: MNB & 15TH FC (TIED), OWN FUND, 5TH SFC, 15TH FC(UNTIED).** Bid submission start date : **14.09.2024 at 12.00 PM.** Last date of Bid submission : **23.09.2024 upto 02.00 PM.** Date of opening : **25.09.2024 at 03.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
PRODHAN
JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT

SBI এসবিআই পুরুলিয়া শাখা ০০১৬০
কোর্ট রোড, পোস্ট ও জেলা- পুরুলিয়া
পিন-৭২৩১০১, ই-মেইল আইডি: sbi.00160@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট ৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ০৩.০৭.২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী জগন্নাথ দাস, পিতা-সত্য নারায়ণ দাস, মেসার্স এনএ** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **৮,৫৯,৫৪১.৩৪ টাকা + ইউআরআই এবং ০৮.০৬.২০২৪ (তারিখ) থেকে সুদ (আট লক্ষ উনষাট হাজার পাঁচশো একচল্লিশ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র)** উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **৮,৫৯, ৫৪১.৩৪ টাকা + ইউআরআই এবং ০৮.০৬.২০২৪ (তারিখ) থেকে সুদ** তদুপরি ব্যয় ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী জগন্নাথ দাস, পিতা-শ্রী সত্য নারায়ণ দাস, বি.টি. সেন রোড, ওল্ড পুলিশ লাইন, জেলা- পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১০১

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার দলিল নং আই-৪৪৬৪, সাল-২০০৭, বই নং-আই, ভলিউম নং - ১৬৪, পৃষ্ঠা ১ থেকে ৩, জমি সহ ২ (দুই) তলা ভবন পরিমাপ -১ কাঠা, ১ ছটাক, ৩৫ বর্গফুট, মৌজা- পুরুলিয়ায় অবস্থিত, জে.এল. নং-২৯২/২, আর.এস. খতিয়ান নং- ৪২৮৬, আর.এস. প্লট নং-৬৬৪৬(পি), পুরুলিয়া পৌর শহরের মধ্যে, এডিএসআর পুরুলিয়া, থানা- পুরুলিয়া, জেলা- পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১০২।

পরিবেষ্টিত: উত্তরে- ৮' প্রশস্ত কমন প্যাসেজ; **দক্ষিণে-** বি.টি. সেন রোড; **পূর্বে** - ৪ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ এবং আর কে ছত্রীর সম্পত্তি, **পশ্চিমে-** গোপী শঙ্কর শ'-এর সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ০৯.০৯.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: পুরুলিয়া **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

কবিতা

উৎসবের ছবি

আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়

যেই এঁকেছি পুজোর ছবি
অমনি মিতুল ও পল্লবী
রঙ ছড়ালো সেই ছবিতে।
সূর্য এসে আচম্বিতে
রোদ ঢেলে দেয় ইচ্ছে মতো।
চাঁদ বলল দে অন্তত
দু-এক ফোঁটা জোছনা এঁকে।
এসব আমায় আঁকতে দেখে
বলল এসে এক জোনাকি,
পুজোর ছবি আঁকিস নাকি?
আঁক তাহলে তারার হাসি।
দেখেই আমায় মন্টি মাসি
বলল, এসব আঁকতে মানা —
নেই, তবুও আঁক-একখানা
মায়ের ছবি, মেয়ের ছবি।
সেই মেয়েকেই এ-উৎসব-ই
বলুক, মেয়ে করিস ক্ষমা,
তিলোত্তমা তিলোত্তমা।

যে মারে, সেই বাঁচায়

অতনু বর্মন

বয়স আজও দোল খাচ্ছে মরা গাছের ডালে,
তাপ্পি মেরে খোলা হাওয়া লাগিয়ে ছেঁড়া পালে।
মন বলছে ত্ত এইতো সেদিন, এর মধ্যেই যাওয়া!
ডুবতে রাজি আছি বলেই আসবে খোলা হাওয়া!
ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে বাঁচায়,
পুতুল নাচের সুতোর টানে কে আমাকে নাচায় !
সে আমাকে মন্ত্রণা দেয়, বয়স আবার কি রে ?
মরলে না হয় মরবি, তবু আসবি আবার ফিরে ।
আসবো এবং বাসবো ভালো ইচ্ছে যাকে খুশী,
প্রেম যে আমার মন খাঁচাতে পোষ মানা মৌটুসি।
নাহয় পাখি উড়াল দিলো, থাকলোনাকো খাঁচায়,
পাখির স্মৃতি বন্দি তবু, যে মারে, সেই বাঁচায়।

তুমি

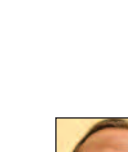

রেইনি চৌধুরী

ছবি আর কবি, দুইই তো প্রিয় আমার
তুমি কি ছবি, না কবি?
আমার কল্পনায় তুমি ছবি, আবার কবিও।
তোমার কথা ভাবলেই একযুগল রাগিনী যেন বেজে যায়
আশ্বিনের শারদ প্রভাতে...
পুজোর গন্ধে তোমার কণ্ঠ যেন সুদূর এক নদীর
দিকে এগিয়ে যায়
আর সেই নদীর দু-তীরের কাশফুল তোমার চোখে
ছবি হয়ে হাওয়ায় দোলে
তোমার কোলে দোলে অনন্ত আকাশ
তুমি তো তোমারই ছায়া মেখে অনন্য প্রকৃতি হয়ে শারদীয়
হয়ে ওঠো চিরকাল
তুমি যে যুগল রাগিনী
এক সুরে বয়ে যাও কোজাগরী পূর্ণিমার দিকে...

ছোট গল্প

মলয় ঘোষ

পুজো মানেই বাঙালির কাছে এক আলাদা উন্মাদনা। কী যেন একটা হতে চলছে। বিজ্ঞাপনে খালি 'আর মাত্র ১৫ দিন', 'আর মাত্র সাত দিন'... ! সাঙ্ঘাতিক সব উস্কানি। চারিদিকে অফারের বন্যা। আরে সেদিন অদ্ভুত এক বিজ্ঞাপন শুনে হাসি চাপতে পারলাম না। টোটোয় মাইকে করে এনাউন্স হচ্ছে, সঙ্গে বীরেন ভদ্রের চণ্ডীপাঠের অংশ বেজে যাচ্ছে। ব্যাপারটা এই রকম, খয়া দেবি সর্বভূতেষু শান্তি রূপেন সংস্থিতা, নমস্তৈষখ(ঘোষকের গলা) চিকেন চাপ এবং আনলিমিটেড বিরিয়ানি এবার পুজোয় একমাত্র বিরিয়ানি চাই রেস্টুরেন্টে, মাত্র দুশো টাকায়। দেবীর বন্দনায় চিকেন চাপ এমনভাবে ঢুকে গেল যে গোটা ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে গেল। এ সবের সঙ্গে আবার একটা কিনলে দুটো ফ্রি, ৭০ শতাংশ অফ, ৮০ শতাংশ অফ... এসব আছে। ব্যাস এবার তুমি রেডি হও গাঁটের কড়ি খসাবার জন্য। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবাই নানা ধরনের পুজো-প্ল্যানিং নিয়ে বসে আছে। এর পর আছে পাড়ার পুজো, গ্রামের পুজো...। কারও পঁচিশ, কারও পঞ্চাশ বছর পূর্তি। সব আকর্ষণীয় থিম আর ভাবনা।

প্ল্যানিং থিম সব ওদের, টাকা আমার, আপনার মানে পাব্লিকের। এক এক সময় তো মনে হয় বলি, মা একবার ত্রিশূলে করে ব্যাটাদের খুঁচিয়ে সোজা করে দাও। ভক্তির ভ নেই এদিকে লোকের টাকায় ফুর্তি করার ফন্দি।

যাই হোক পুজোর দিন সাতেক আগে রেনি, আমার বৌ লাফাতে লাফাতে চলে এল সাত সকালে, হাতে খবরের কাগজ। বউয়ের আগমনে এবং উল্লাসে বুকের মধ্যে কেমন একটা হৃৎকম্প শুরু হল। বড় ধরনের খরচের একটা প্লানিং নিশ্চয়। পুজোয় শান্তিনিকেতন, মাত্র দেড় হাজার টাকা জনপ্রতি। জঙ্গলের হোটেলে চারদিনের ভুরিভোজ, থাকা খাওয়া, স্টেশন থেকে নিয়ে আসা, পৌঁছে দেওয়া।

'ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। চার দিন দেড় হাজার। কই দাও তো দেখি।' কাগজটা নিয়ে দেখতে শুরু করলাম।

কাগজে বেশ বড় সাইজের জমকালো বিজ্ঞাপন — শান্তিনিকেতনে পুজো কাটান মাত্র দেড় হাজারে, খাওয়া দাওয়া থাকা সহ সাড়ে চার দিন, মানে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যা থেকে দশমী পর্যন্ত।

কেমন খটকা লাগল। বাকিটা বেশ খুঁটিয়ে পড়লাম। এলাহি খাবারের বর্ণনা রসিয়ে রসিয়ে লেখা।

বাঙালির জিভ যেন উষ্ণ প্রস্রবণ। লালা ঝরেই আছে। রেনিকে বললাম, নিশ্চয় কোনও ফন্দি আছে। অত কম টাকায় এই সব হয়।

রেনি বলল, ফোন করেই দেখো না।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম, বিজ্ঞাপনের নম্বর দেখে। ওপাশে এক মহিলার কণ্ঠস্বর, অনেকেই তো বুক করছেন। একটা লটারি হবে। আমরা এই সুযোগ মাত্র কুড়িটি পরিবারের মোট আশি জনকে দিতে পারব। যাইহোক ফ্রি আর সস্তার মাল পেলে বাঙালি জান লড়িয়ে দেবে। লটারি হলে তো কথাই নেই।

মহিলার কথা মত হোয়াটসঅ্যাপে নাম ঠিকানা, ফ্যামিলি মেম্বারের সংখ্যা পাঠালাম লিখে। সাহায্য করল বছর চোদ্দর ছেলে সপ্তক। এখন তো মোবাইলে ওদের দক্ষতা দেখার মত।

যাই হোক কিছু ক্ষণের মধ্যেই উত্তর চলে এল। আপনি নির্বাচিত। জনপ্রতি ৫০০ টাকা দিয়ে বুকিং করুন। ফোন পে নম্বর দেওয়া আছে। দেড় হাজার টাকা জলে গেল ভেবে সপ্তক-রেনির যৌথ চাপের কাছে পরাস্ত হয়ে ফোন পে করে দিলাম। তারপর দিন কয়েক বেশ সব চুপচাপ।

রেনি কয়েকদিন পরে বলল, কই গো একবার

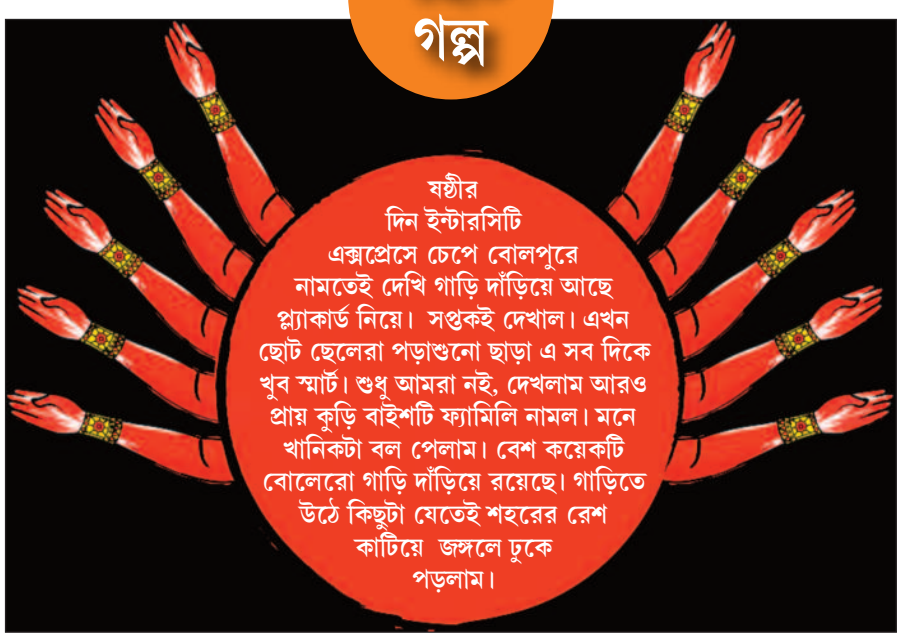

ফোন করে দেখে নাও। আমি বললাম, দেখি না ওরা কী করে! সপ্তক জলদি উত্তর দিল, ওরা তো হোয়াটসঅ্যাপ করেছে, ঠিক সময়ে ফোন করে নেবে।

সত্যিই পঞ্চমীর দিন ফোন এল। আপনারা তিন জনের বুকিং করেছেন। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যা থেকে আমাদের প্যাকেজ শুরু। আপনারা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে বোলপুর স্টেশনে উপস্থিত হবেন। ওখানে গাড়ি থাকবে।

যাইহোক বেশ আনন্দই হল। বউকেও প্রশংসার বন্যায় ভাসিয়ে দিলাম। অবশ্য মাঝে মাঝেই এই কাজটি আমাকে করতে হয় নিজেকে সুরক্ষিত এবং সংসারকে ঠিকঠাক রাখার জন্য। মনে রাখবেন সং সারে শান্তি বজায় রাখতে গেলে খবরদার স্ত্রী সন্তানের ভুল ধরতে যাবেন না। বরং খালি ওদের প্রংশসা করবেন, ভুল করলেও প্রংশসা করবেন। দেখবেন আপনার আদর যত্ন।

ষষ্ঠীর দিন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে চেপে বোলপুরে নামতেই দেখি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাকার্ড নিয়ে। সপ্তকই দেখাল। এখন ছোট ছেলেরা পড়াশুনো ছাড়া এ সব দিকে খুব স্মার্ট। শুধু আমরা নই, দেখলাম আরও প্রায় কুড়ি বাইশটি ফ্যামিলি নামল। মনে খানিকটা বল পেলাম। বেশ কয়েকটি বোলেরো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গাড়িতে উঠে কিছুটা যেতেই শহরের রেশ কাটিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। দু'ধার জঙ্গল, মাঝে পিচ রাস্তা। তারপর আর কিছুটা যাবার পর মেন রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের লাল রাস্তায় ঢুকল গাড়ি। খুব সুন্দর পরিবেশ। সূর্য যেন পুজোর রঙ আকাশে মাখিয়ে বিশ্রামে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ধীরে ধীরে। হালকা অন্ধকার নামছে। বেশ কিছুটা গিয়ে একদম জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া গেল গেস্ট হাউসটি। বেশ কিছু টুরিস্ট এসেছে। হইচই চলছে। গেস্ট হাউসের লনে অনেকে রয়েছে।

একটু তর্কাতর্কি হচ্ছে। কিছু যেন সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

এগিয়ে গেলাম ব্যাগপত্র নিয়ে। গিয়ে বোঝা গেল আসল ব্যাপারটা। সব কথা শুনে যা বুঝলাম, তাতে পরিস্কার হল আমরা দারুনভাবে বোকা বনেছি। লনের চেয়ারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে প্রায় জনা সত্তর আশি পুরুষ মহিলা।

গেস্ট হাউস কতৃপক্ষের বক্তব্য হল, প্রতি দিন জন-প্রতি দেড় হাজার টাকার প্যাকেজ। মোট দেড় হাজার টাকা নয়। সব মিলিয়ে জন প্রতি প্রায় ছয়, সাড়ে ছয় হাজার পড়ে যাচ্ছে। এই নিয়েই চলছে বাদানুবাদ। বাংলা ভাষা বাবা, একই কথার যে কত রকম অর্থ হয় কে জানে !

হতাশ এবং হতভম্ব হয়ে আমরা তিনজন বসে আছি। গেস্ট হাউস কতৃপক্ষ বলছেন, টাকার অঙ্কের পাশে একটা ছোট্ট তারকা চিহ্ন আছে, যা আমরা অনেকেই দেখিনি। সেই চিহ্ন আবার নিচে কোনও এক জায়গায় দিয়ে 'শর্তাবলী প্রযোজ্য' লেখা আছে। লেখা এত ছোট এবং এমন জায়গায় মুদ্রিত যে সহজে কারও নজরে পড়বে না। এটা এক প্রকার বোকা বানানো ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু বিদেশ বিভুঁয়ে এসে কে আর স্থানীয় দাদাদের সঙ্গে বেশি খবরদারি করতে পারে এই দাদাদিদির যুগে! বেশ কয়েক জন চলে যাবার পরিকল্পনা করছেন। তারা বোলপুরের অন্য হোটেলের সঙ্গে কথা বলছেন।

কিন্তু বড় মুশকিল হল, এ জায়গাটি জঙ্গলের ভিতর। যানবাহন তেমন নেই। গাড়িগুলো আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। একটা গাড়ি রয়েছে, সেটা মনে হয় হোটেলের নিজস্ব। এখান থেকে এই সন্ধ্যাবেলায় ফিরে অন্য কোথাও যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

হঠাৎ মনে হল সুমনের কথা, ও তো বোলপুর থানার ওসি। আমার কলেজের বন্ধু। ওকে একবার জানালে কেমন হয়! রেনীর সঙ্গে কথাটা আলোচনা করলাম। হিতে বিপরীত হলে তখন একা দায় নিতে হবে না। রেনী বেশ রেগেই ছিল আশাভঙ্গের কারণে। সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাড়াতাড়ি করো।

পাশে গিয়ে ফোন করলাম সুমনকে। পেয়েও গেলাম। সব শুনে বলল, ওয়েট কর আসছি।

আমি বউকে বললাম, সুমন আসছে।

ওদিকে দু একটা ফ্যামিলি ওদের কথা মেনে চেক ইন করেও ফেলল। আধ ঘন্টার মধ্যেই সুমন এসে হাজির। পুলিশ দেখে যারা ফিরে যাবার প্ল্যান করছিল তারাও ঘুরে দাঁড়াল। সুমন আমার সঙ্গে কোনও কথা না বলে সোজা গেস্ট হাউসের রিসেপসিনিষ্টের ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর সুমন ফিরে এল টুরিস্টদের সামনে। তারপর বলতে শুরু করল।

— একটা বড় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বুঝতে পারছি। তবে গেস্ট হাউস কতৃপক্ষের আচরণ এবং এই অনায্য কৌশল মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। আপনাদের সঙ্গে একটা রফায় ওরা আসবে। ওদেরও যেন লোকসান না হয়, আর আপনাদেরও যেন কিছুটা সাশ্রয় হয়।

আলোচনায় বসব এখনি। আপনাদের মধ্য থেকে দু, তিন জন আসুন। আমি এবং আরও দু'তিন জন অফিসে বসে আলোচনা শুরু করলাম। সুমন টুরিস্টদেরও খুব বকাঝকা করল। আপনারা কী করে ভাবলেন দেড় হাজার টাকায় এইভাবে থাকা খাওয়া যাবে। এই যুগে এও কী সম্ভব! আমরা লজ্জিত হয়ে মুখ নামিয়ে থাকলাম।

বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর স্থির হল জন-প্রতি দৈনিক ছয় শত টাকা করে দিলেই হবে। চার দিনে চব্বিশ শো টাকা আর একশ টাকা যাতায়াত ভাড়া। মোট আড়াই হাজার। খাওয়া দাওয়ার বহরও কিছুটা কমল। সবাই সম্মত হল রফাসূত্রে, না হলে আর উপায়ও নেই অবশ্য। বেশ রাত হয়ে গেছে। যাই হোক গেস্ট হাউসের রুম বেশ ভাল। চেক ইন করে সুমনের সঙ্গে চুটিয়ে কিছুক্ষণ গল্প হল। ওকে খুব ধন্যবাদ জানালাম। প্রায় অর্ধেকের কম টাকায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হল হয়ে গেল। সুমন কাল বাড়ি যাবে। আমাদের সঙ্গে ডিনার করে ও ফিরে গেল।

পরের দিন থেকে বেশ সুন্দরভাবেই কাটতে লাগল আমাদের পুজো। গেস্ট হাউসের ভিতর একটি ছোট পুজোর আয়োজনও ছিল। খুব আনন্দ আর আয়েসেই কাটল দিনগুলো।

প্রকৃতির মাঝে নিরিবিলিতে সবাই বেশ মজা করে কাটালাম চার দিন। সব চেয়ে বড় কথা প্রথম সেই ঝামেলার পরে আর কিন্তু কিচ্ছু হয়নি। বরং গেস্ট হাউসের সকলের ব্যবহারে অনেকেই খুব খুশি। অনেকে আবার আসবার পরিকল্পনাও করে ফেলেছে শুনলাম।

দশমীর পরের দিন সকালে চলে যাবার কথা। এ ক'দিনে গেস্ট হাউসের স্টাফ নবুর সাথে খুব ভাব জমে গেছে আমাদের। আসার সময় নবু কিছু একটা বলতে চাইছিল। আমি পাশে নিয়ে গিয়ে বললাম, কিছু বলবে নবু। নবু বলল, আপনি প্রিথম দিন থেকে আপনার পুলিশ বন্ধুর কথা খুব বলছিলেন না !

আমি বললাম, হ্যাঁ, কেন সুমনের ব্যাপারে কিছু বলবে...

নবু একটু ভয়ে ভয়ে বলল, এই গোটা ব্যাপারটাই কিন্তু উনি জানতেন। আর পুলিশ এই হোটেলের সঙ্গে খুব ভাল ভাবে যুক্ত।

আমি অবাক হয়ে তাকালাম নবুর দিকে।

নবু বলতে শুরু করল, এখানে কাউকে কিছু বলবেন না। আসলে আপনাদের সঙ্গে এ ক'দিন মিশে খুব ভাল লেগেছে তাই বলছি। বিভিন্ন উৎসবের মরশুমে এই হোটেল থেকে ওই রকম অফার মাঝে মধ্যেই দেওয়া হয়। অনেকেই ভুল বুঝে এসে ঝামেলা করেন। তখন পুলিশ এসে একটা মীমাংসা করে দেয়। পুলিশকেও রেটটা বলা থাকে। কে ফোন করেছে সেটা চট করে কেউ বুঝতেও পারে না। আসলে যে রেটে আপনারা আছেন, তাতেও হোটেলের অনেক লাভ।

তাছাড়া অনেক কাস্টমার আবার পরিচিত হয়ে যায়, তারা বার বার আসে। পুলিশের কাছে চলে যায় তাদের পাওনা...

— বুঝেছি। ব্যাপারটা পরিস্কার করে দিলে বলে বলে তোমাকে ধন্যবাদ। নবুর হাত ধরে ওর হাতে একটা দুশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বেড়িয়ে এলাম।

বেশ ভালই ক'দিন কাটালাম। কিন্তু আসার সময় নবুর কথায় মনে কেমন যেন একটা ধাক্কা লাগল। ভাবলাম, আমার বন্ধু সুমন আর এই পুলিশ-সুমন তো এক নয়। তারপর মনে হল, চাকরির জন্য সুমনকে অনেক কিছুই করতে হয়, যা সবাইকে বলা যায় না। আর আমাকে ও বলেনি, সেটা ভালই করেছে, বললে বন্ধুত্বটায় চিড় ধরত। যেটা ধরলও নবুর কথায়।

রেনি আর সপ্তক ট্রেনে বেশ হইচই শুরু করেছে। রেনী বলল, কী গো তুমি অমন করে থম মেরে গেলে কেন? আমি একটু হেসে উত্তর দিলাম, না, গো সমঝোতার এই পুজো অফার ভালই লাগল...